পঞ্চম অধ্যায়

নারদ মুনির প্রতি প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপ

এই অধ্যায়ে নারদ মুনির উপদেশে দক্ষের সমস্ত পুত্রেরা কিভাবে জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, এবং তার ফলে নারদ মুনির প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষ যে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবান বিষ্ণুর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রজাপতি দক্ষ তাঁর পত্নী পাঞ্চজনীর গর্ভে দশ সহস্র পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। সম-স্বভাব এবং চরিত্র সমন্বিত এই পুত্রেরা হর্যশ্ব নামে পরিচিত। পিতার কাছে প্রজাসৃষ্টির আদেশ প্রাপ্ত হয়ে, তাঁরা পশ্চিম দিকে সিন্ধুনদী ও সমুদ্রের সঙ্গম স্থলে নারায়ণসর নামক তীর্থে গমন করেছিলেন, যেখানে বহু সাধু-মহাত্মারা বাস করতেন। হর্যশ্বেরা তপস্যা এবং ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন, যা সাধারণত অতি উচ্চস্তরের সন্ন্যাসীর করণীয় কর্ম। কিন্তু নারদ মুনি যখন দেখলেন যে, তাঁরা কেবল প্রজা-সৃষ্টির জন্য এইভাবে কঠোর তপস্যা করছেন, তখন তিনি তাঁদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সেই সকাম কর্ম থেকে মুক্ত করতে মনস্থ করেছিলেন। নারদ মুনি তাঁদের কাছে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে, সাধারণ কর্মীর মতো সন্তান উৎপাদনে প্রবৃত্ত না হতে বলেছিলেন। তার ফলে দক্ষের সমস্ত পুত্রেরা দিব্য জ্ঞান লাভ করে সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন এবং আর গৃহে ফিরে যাননি।

এইভাবে তাঁর পুত্রদের হারিয়ে প্রজাপতি দক্ষ অত্যন্ত শোককাতর হয়েছিলেন, এবং তারপর তাঁর পত্নী পাঞ্চজনীর গর্ভে আরও এক হাজার সন্তান উৎপাদন করে, তাঁদের প্রজাবৃদ্ধির আদেশ দিয়েছিলেন। সবলাশ্ব নামক তাঁর এই পুত্রেরাও সন্তান উৎপাদনের জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় রত হয়েছিলেন, কিন্তু নারদ মুনি তাঁদেরও সন্তান উৎপাদন না করে পারমহংস-ধর্ম অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছিলেন। এইভাবে প্রজাসৃষ্টির প্রয়াসে দুবার বিফল হয়ে, প্রজাপতি দক্ষ নারদ মুনির প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁকে এই বলে অভিশাপ দিয়েছিলেন

যে, ভবিষ্যতে তিনি কোথায়ও থাকবার স্থান পাবেন না। দেবর্ষি নারদ বৈষ্ণবোচিত গুণাবলীতে পূর্ণরূপে বিভূষিত, তাই তিনি কোন রকম প্রতিবাদ না করে সেই অভিশাপ অঙ্গীকার করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তস্যাং স পাঞ্চজন্যাং বৈ বিষ্ণুমায়োপবৃংহিতঃ ।
হর্যশ্বসংজ্ঞানযুতং পুত্রানজনয়দ্ বিভুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তস্যাম্**—তাঁর; **সঃ**—প্রজাপতি দক্ষ; **পাঞ্চজন্যাম্**—পাঞ্চজনী নামক তাঁর পত্নীর; **বৈ**—বস্তুত; **বিষ্ণু-মায়া-উপবৃংহিতঃ**—বিষ্ণুমায়ার দ্বারা সমর্থ হয়ে; **হর্যশ্ব-সংজ্ঞান্**—হর্যশ্ব নামক; **অযুতম্**—দশ হাজার; **পুত্রান্**—পুত্র; **অজনয়ৎ**—উৎপাদন করেছিলেন; **বিভুঃ**—শক্তিমান হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, প্রজাপতি দক্ষ বিষ্ণুমায়ার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পাঞ্চজনীর (অসিক্নীর) গর্ভে দশ হাজার পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁরা হর্যশ্ব নামে পরিচিত।

শ্লোক ২

অপৃথগ্ধর্মশীলাস্তে সর্বে দাক্ষায়ণা নৃপ ।
পিত্রা প্রোক্তাঃ প্রজাসর্গে প্রতীচীং প্রযযুর্দিশম্ ॥ ২ ॥

অপৃথক্—সমান; **ধর্ম-শীলাঃ**—সৎ চরিত্র এবং আচরণ; **তে**—তাঁরা; **সর্বে**—সকলে; **দাক্ষায়ণাঃ**—দক্ষের পুত্র; **নৃপ**—হে রাজন্; **পিত্রা**—তাঁদের পিতার দ্বারা; **প্রোক্তাঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **প্রজা-সর্গে**—প্রজা সৃষ্টি করতে; **প্রতীচীম্**—পশ্চিম; **প্রযযুঃ**—তাঁরা গিয়েছিলেন; **দিশম্**—দিকে।

অনুবাদ

হে রাজন্, প্রজাপতি দক্ষের সেই সমস্ত পুত্রদের স্বভাব ছিল অত্যন্ত নম্র এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁদের পিতার অত্যন্ত বাধ্য। তাঁদের পিতা যখন তাঁদেরকে সন্তান উৎপাদনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তাঁরা পশ্চিম দিকে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৩

তত্র নারায়ণসরস্তীর্থং সিন্ধুসমুদ্রয়োঃ ।
সঙ্গমো যত্র সুমহন্মুনিসিদ্ধনিষেবিতম্ ॥ ৩ ॥

তত্র—সেখানে; **নারায়ণ-সরঃ**—নারায়ণসর নামক সরোবরে; **তীর্থম্**—অতি পবিত্র স্থান; **সিন্ধু-সমুদ্রয়োঃ**—সিন্ধু নদী এবং সমুদ্রের; **সঙ্গমঃ**—সঙ্গম স্থলে; **যত্র**—যেখানে; **সুমহৎ**—অত্যন্ত মহান; **মুনি**—ঋষিগণ; **সিদ্ধ**—এবং সিদ্ধদের দ্বারা; **নিষেবিতম্**—অধ্যুষিত।

অনুবাদ

পশ্চিমে যেখানে সিন্ধুনদী সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সেখানে নারায়ণসর নামক একটি তীর্থস্থান রয়েছে। বহু মুনি ঋষি এবং সিদ্ধগণ সেই স্থানে বাস করেন।

শ্লোক ৪-৫

তদুপস্পর্শনাদেব বিনির্ধূতমলাশয়াঃ ।
ধর্মে পারমহংস্যে চ প্রোৎপন্নমতয়োঽপ্যুত ॥ ৪ ॥
তেপিরে তপ এবোগ্রং পিত্রাদেশেন যন্ত্রিতাঃ ।
প্রজাবিবৃদ্ধয়ে যত্তান্ দেবর্ষিস্তান্ দদর্শ হ ॥ ৫ ॥

তৎ—সেই পবিত্র তীর্থের; **উপস্পর্শনাৎ**—সেই জলে স্নান করে বা স্পর্শ করে; **এব**—কেবল; **বিনির্ধূত**—সম্পূর্ণরূপে ধৌত হয়ে; **মল-আশয়াঃ**—অপবিত্র বাসনা; **ধর্মে**—অভ্যাসে; **পারমহংস্যে**—সর্বোচ্চ স্তরের সন্ন্যাসীদের আচরণীয়; **চ**—ও; **প্রোৎপন্ন**—বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; **মতয়ঃ**—মতি; **অপি উত**—যদিও; **তেপিরে**—তাঁরা আচরণ করেছিলেন; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **উগ্রম্**—কঠোর; **পিতৃ-আদেশেন**—তাঁদের পিতার আদেশে; **যন্ত্রিতাঃ**—নিযুক্ত; **প্রজা-বিবৃদ্ধয়ে**—প্রজাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে; **যত্তান্**—প্রস্তুত; **দেবর্ষিঃ**—দেবর্ষি নারদ; **তান্**—তাঁদের; **দদর্শ**—দর্শন করেছিলেন; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

হর্যশ্বরা সেই পবিত্র তীর্থের জল স্পর্শ করে ও তাতে স্নান করে বিশেষভাবে পবিত্র হয়েছিলেন এবং তাঁদের পারমহংস-ধর্মে মতি হয়েছিল। কিন্তু, যেহেতু

তাঁদের পিতা তাঁদের প্রজাবৃদ্ধির আদেশ দিয়েছিলেন, তাই তাঁরা তাঁর বাসনা পূর্ণ করার জন্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। একদিন দেবর্ষি নারদ প্রজাসৃষ্টির জন্য তপস্যারত হর্যশ্বদের দেখতে পেয়ে তাঁদের কাছে এসেছিলেন।

শ্লোক ৬-৮

উবাচ চাথ হর্যশ্বাঃ কথং স্রক্ষ্যথ বৈ প্রজাঃ ।
অদৃষ্ট্বান্তং ভুবো যূয়ং বালিশা বত পালকাঃ ॥ ৬ ॥
তথৈকপুরুষং রাষ্ট্রং বিলং চাদৃষ্টনির্গমম্ ।
বহুরূপাং স্ত্রিয়ং চাপি পুমাংসং পুংশ্চলীপতিম্ ॥ ৭ ॥
নদীমুভয়তোবাহাং পঞ্চপঞ্চাদ্ভুতং গৃহম্ ।
ক্বচিদ্ধংসং চিত্রকথং ক্ষৌরপব্যং স্বয়ং ভ্রমি ॥ ৮ ॥

উবাচ—বলেছিলেন; **চ**—ও; **অথ**—এইভাবে; **হর্যশ্বাঃ**—হে দক্ষপুত্র হর্যশ্বগণ; **কথম্**—কিভাবে; **স্রক্ষ্যথ**—উৎপাদন করবে; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **প্রজাঃ**—প্রজা; **অদৃষ্ট্বা**—না দেখে; **অন্তম্**—অন্ত; **ভুবঃ**—এই পৃথিবীর; **যূয়ম্**—তোমরা সকলে; **বালিশাঃ**—অনভিজ্ঞ; **বত**—হায়; **পালকাঃ**—শাসনকারী রাজপুত্র হওয়া সত্ত্বেও; **তথা**—তেমনই; **এক**—এক; **পুরুষম্**—পুরুষ; **রাষ্ট্রম্**—রাজ্য; **বিলম্**—ছিদ্র; **চ**—ও; **অদৃষ্ট-নির্গমম্**—যেখান থেকে বেরিয়ে আসে না; **বহু-রূপাম্**—বহু রূপ ধারণ করে; **স্ত্রিয়ম্**—নারী; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **পুমাংসম্**—পুরুষ; **পুংশ্চলী-পতিম্**—বেশ্যার পতি; **নদীম্**—নদী; **উভয়তঃ**—উভয় দিকে; **বাহাম্**—প্রবাহিত হয়; **পঞ্চ-পঞ্চ**—পাঁচ গুণ পাঁচ (পঁচিশ); **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্য; **গৃহম্**—গৃহ; **ক্বচিৎ**—কোথায়ও; **হংসম্**—হংস; **চিত্রকথম্**—যার কাহিনী আশ্চর্যজনক; **ক্ষৌরপব্যম্**—তীক্ষ্ণধার ক্ষুর এবং বজ্রের দ্বারা নির্মিত; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ভ্রমি**—ঘূর্ণায়মান।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে হর্যশ্বগণ, তোমরা পৃথিবীর অন্ত দর্শন করনি। সেখানে একটি রাজ্য রয়েছে, যেখানে কেবল একজন মানুষ বিরাজ করেন। সেখানে একটি গর্ত রয়েছে, যেখানে প্রবেশ করলে কেউ বেরিয়ে আসে না। সেখানে একটি স্ত্রী রয়েছে যে অত্যন্ত অসতী এবং সে বিভিন্ন মনোহর বসনের দ্বারা নিজেকে সাজায়, আর সেখানে এক পুরুষ আছে যে তার পতি। সেই রাজ্যে

একটি নদী আছে যা উভয় দিকে প্রবাহিত। সেখানে একটি আশ্চর্য গৃহ রয়েছে, যা পঁচিশটি উপাদানের দ্বারা নির্মিত, একটি হংস রয়েছে, যে বহুবিধ শব্দ করে, এবং একটি বস্তু আছে যা ক্ষুর ও বজ্রের দ্বারা নির্মিত এবং স্বয়ং ভ্রমণশীল। তোমরা সেই সব দর্শন করনি; সুতরাং তোমরা উন্নত-জ্ঞানহীন অনভিজ্ঞ বালক। অতএব তোমরা প্রজা সৃষ্টি করবে কি করে?

তাৎপর্য

নারদ মুনি দেখেছিলেন যে, হর্যশ্ব নামক সেই সমস্ত বালকেরা সেই তীর্থে বাস করার ফলে পবিত্র হয়েছিলেন এবং মুক্তি লাভের যোগ্য হয়েছিলেন। তাই তিনি মনস্থ করেছিলেন, অন্ধকূপ-সদৃশ গৃহস্থ আশ্রমে, যেখানে একবার প্রবেশ করলে আর বেরিয়ে আসা যায় না, সেখানে তাঁদের লিপ্ত হতে নিষেধ করবেন। এই রূপকটির মাধ্যমে নারদ মুনি তাঁদের বিবেচনা করতে বলেছিলেন, কেন তাঁদের পিতার আদেশ অনুসারে গৃহস্থ আশ্রমে লিপ্ত হওয়া তাঁদের পক্ষে উচিত নয়। পরোক্ষভাবে তিনি তাঁদের হৃদয়াভ্যন্তরে পরমাত্মা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অন্বেষণ করার উপদেশ দিয়েছিলেন, কারণ তা হলেই তাঁরা প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যিনি জড়-জাগতিক কার্যকলাপে অত্যন্ত বিজড়িত এবং তার ফলে তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থল দর্শন করেন না, তিনি মায়ার বন্ধনে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তরভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। নারদ মুনির উদ্দেশ্য ছিল প্রজাপতি দক্ষের পুত্রদের প্রজাসৃষ্টির অতি সাধারণ অথচ অত্যন্ত জটিল কার্যকলাপে যুক্ত না হওয়ার পরিবর্তে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রতি অনুপ্রাণিত করা। সেই একই উপদেশ প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতাকে দিয়েছিলেন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৫)—

তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্গ্রহাৎ ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত ॥

সংসার জীবনের অন্ধকূপে মানুষ সর্বদা উৎকণ্ঠায় পূর্ণ থাকে, কারণ সে এক অনিত্য শরীর ধারণ করেছে। কেউ যদি সেই উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হতে চায়, তা হলে তাকে তৎক্ষণাৎ গৃহস্থ আশ্রম পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করা উচিত। গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ না করতে নারদ মুনি হর্যশ্বদের উপদেশ দিয়েছিলেন । যেহেতু তাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ইতিমধ্যে উন্নত ছিলেন, তাই তিনি বিবেচনা করেছিলেন কেন তাঁরা সেই বন্ধনে আবদ্ধ হবেন?

শ্লোক ৯

কথং স্বপিতুরাদেশমবিদ্বাংসো বিপশ্চিতঃ ।
অনুরূপমবিজ্ঞায় অহো সর্গং করিষ্যথ ॥ ৯ ॥

কথম্—কিভাবে; **স্ব-পিতুঃ**—তোমাদের পিতার; **আদেশম্**—আদেশ; **অবিদ্বাংসঃ**—অজ্ঞ; **বিপশ্চিতঃ**—যিনি সব কিছু জানেন; **অনুরূপম্**—তোমাদের উপযুক্ত; **অবিজ্ঞায়**—না জেনে; **অহো**—হায়; **সর্গম্**—সৃষ্টি; **করিষ্যথ**—তোমরা করবে।

অনুবাদ

হায়, তোমাদের পিতা সর্বজ্ঞ, কিন্তু তোমরা তাঁর প্রকৃত আদেশ জান না। সুতরাং তোমাদের পিতার প্রকৃত উদ্দেশ্য না জেনে, তোমরা কিভাবে প্রজা সৃষ্টি করবে?

শ্লোক ১০

শ্রীশুক উবাচ
তন্নিশম্যাথ হর্যশ্বা ঔৎপত্তিকমনীষয়া ।
বাচঃকূটং তু দেবর্ষেঃ স্বয়ং বিমমৃশুর্ধিয়া ॥ ১০ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তৎ**—তা; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **অথ**—তারপর; **হর্যশ্বাঃ**—প্রজাপতি দক্ষের পুত্রেরা; **ঔৎপত্তিক**—স্বাভাবিকভাবে জাগ্রত; **মনীষয়া**—বিবেকশক্তি-সম্পন্ন; **বাচঃ**—বাণীর; **কূটম্**—হেঁয়ালিপূর্ণ; **তু**—কিন্তু; **দেবর্ষেঃ**—নারদ মুনির; **স্বয়ম্**—নিজে নিজেই; **বিমমৃশুঃ**—বিচার করলেন; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—নারদ মুনির সেই হেঁয়ালিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করে, হর্যশ্বেরা তাঁদের স্বাভাবিক বিচারশক্তি-সম্পন্ন বুদ্ধির দ্বারা নিজেরাই তা বিচার করতে লাগলেন।

শ্লোক ১১

ভূঃ ক্ষেত্রং জীবসংজ্ঞং যদনাদি নিজবন্ধনম্ ।
অদৃষ্ট্বা তস্য নির্বাণং কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ ॥ ১১ ॥

ভূঃ—পৃথিবী; **ক্ষেত্রম্**—কর্মক্ষেত্র; **জীব-সংজ্ঞম্**—বিবিধ কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ জীবাত্মার উপাধি; **যৎ**—যা; **অনাদি**—স্মরণাতীত কাল থেকে যা বিদ্যমান; **নিজ-বন্ধনম্**—তার নিজের বন্ধনের কারণ; **অদৃষ্ট্বা**—তাকে দর্শন না করে; **তস্য**—তার; **নির্বাণম্**—মোক্ষ; **কিম্**—কি লাভ; **অসৎকর্মভিঃ**—অনিত্য সকাম কর্মের দ্বারা; **ভবেৎ**—হতে পারে।

অনুবাদ

(হর্যশ্বরা নারদ মুনির বাণীর অর্থ এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন—) 'ভূ' ('পৃথিবী') শব্দের অর্থ কর্মক্ষেত্র। কর্মের ফলস্বরূপ উৎপন্ন যে জড় শরীর, তা হচ্ছে জীবের কর্মক্ষেত্র এবং তা তাকে ভ্রান্ত উপাধি প্রদান করে। জীব স্মরণাতীত কাল থেকে বিভিন্ন প্রকার জড় শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, যা তার ভববন্ধনের মূলস্বরূপ। কেউ যদি মূর্খতাবশত এই অনিত্য সকাম কর্মে লিপ্ত হয় এবং এই বন্ধন-মুক্তির চেষ্টা না করে, তা হলে তার অনিত্য কর্মের অনুষ্ঠানে কি লাভ হবে?

তাৎপর্য

নারদ মুনি প্রজাপতি দক্ষের পুত্র হর্যশ্বদের কাছে দশটি রূপক বিষয় সম্বন্ধে বলেছিলেন—রাজা, রাজ্য, বিল, স্ত্রী, পুংশ্চলীপতি, নদী, গৃহ, পঞ্চবিংশতি পদার্থ, হংস, এবং খুর ও বজ্রের দ্বারা নির্মিত স্বয়ং ভ্রমণশীল বস্তু। সেই সম্বন্ধে নিজেরাই বিচার করে হর্যশ্বরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেহের বন্ধনে আবদ্ধ জীব সুখের অন্বেষণ করে, কিন্তু কিভাবে যে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তার চেষ্টা করে না। এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই জড় জগতে সমস্ত জীব তাদের বিশেষ বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হয়ে অত্যন্ত সক্রিয় হয়। মানুষ তার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য দিন-রাত কাজ করে, আবার কুকুর, শূকর প্রভৃতি প্রাণীরাও তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করে। পশু-পক্ষী এবং অন্যান্য সমস্ত বদ্ধ জীবেরা আত্মজ্ঞান-রহিত হয়ে বিভিন্ন কর্মের বন্ধনে তাদের জড় দেহে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। মনুষ্য-শরীরে জীবের কর্তব্য হচ্ছে এমনভাবে আচরণ করা যার ফলে সে তার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, কিন্তু নারদ মুনি অথবা গুরুপরম্পরার ধারায় তাঁর প্রতিনিধির শিক্ষা ব্যতীত মানুষ অন্ধের মতো অনিত্য মায়াসুখ ভোগের জন্য দৈহিক কার্যকলাপে যুক্ত হচ্ছে। এই মায়ার বন্ধন থেকে যে কিভাবে মুক্ত হতে হয় তা তারা জানে না। তাই ঋষভদেব বলেছেন যে, এই সমস্ত কার্যকলাপ মোটেই ভাল নয়, কারণ তার ফলে আত্মা ত্রিতাপ দুঃখ

সমন্বিত জড় জগতের বন্ধনে এক দেহ থেকে আর এক দেহে বার বার দেহান্তরিত হতে থাকে।

প্রজাপতি দক্ষের পুত্র হর্যশ্বেরা তৎক্ষণাৎ নারদ মুনির উপদেশের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। আমাদের এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রকার দিব্য জ্ঞান প্রদান করা। আমরা সমগ্র মানব-সমাজকে দিব্য জ্ঞান প্রদান করার চেষ্টা করছি, যাতে তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির বন্ধন থেকে মুক্তি এবং আত্ম-উপলব্ধি লাভের জন্য তাদের নিষ্ঠা সহকারে তপস্যা সম্পাদন করা উচিত। মায়া কিন্তু অত্যন্ত প্রবল। এই উপলব্ধির পথে মায়া নানা রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ব্যাপারে অত্যন্ত পটু। তাই, কখনও কখনও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করার পরেও, এই আন্দোলনের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে, অনেকে অধঃপতিত হয়ে পুনরায় মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

শ্লোক ১২

এক এবেশ্বরস্তুর্যো ভগবান্ স্বাশ্রয়ঃ পরঃ ।
তমদৃষ্ট্বাভবং পুংসঃ কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ ॥ ১২ ॥

একঃ—এক; **এব**—বস্তুত; **ঈশ্বরঃ**—পরম ঈশ্বর; **তুর্যঃ**—চতুর্থ চিন্ময় স্তর; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্ব-আশ্রয়ঃ**—তাঁর নিজের আশ্রয় হওয়ার ফলে স্বতন্ত্র; **পরঃ**—জড় সৃষ্টির অতীত ; **তম্**—তাঁকে; **অদৃষ্ট্বা**—দর্শন না করে; **অভবম্**—যাঁর জন্ম হয়নি অথবা সৃষ্টি হয়নি; **পুংসঃ**—পুরুষের; **কিম্**—কি লাভ; **অসৎ-কর্মভিঃ**—অনিত্য সকাম কর্মের দ্বারা; **ভবেৎ**—হতে পারে।

অনুবাদ

(নারদ মুনি বলেছেন যে, একটি রাজ্য রয়েছে যেখানে একজন মাত্র পুরুষ রয়েছেন। হর্যশ্বেরা তাঁর এই উক্তির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।) একমাত্র ভোক্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান যিনি সর্বত্র সব কিছুর পর্যবেক্ষক। তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ এবং সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র। তিনি কখনও জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন নন, কারণ তিনি সর্বদা এই জড় সৃষ্টির অতীত। মানব-সমাজ যদি তাদের উন্নত জ্ঞান এবং কার্যকলাপের দ্বারা সেই পরমেশ্বরকে না জেনে, কেবল তাদের অনিত্য সুখভোগের জন্য দিন-রাত কুকুর-বেড়ালের মতো পরিশ্রম করে, তা হলে তাদের সেই সমস্ত কার্যকলাপে কি লাভ?

তাৎপর্য

নারদ মুনি বলেছেন যে, একটি রাজ্য রয়েছে যেখানে কেবল একজন রাজা রয়েছেন যাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। চিৎ-জগতে এবং বিশেষ করে জড় জগতে কেবল একজন ঈশ্বর বা ভোক্তা রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি জড় সৃষ্টির অতীত। ভগবানকে এখানে তাই *তুর্য* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি চতুর্থ স্তরে অবস্থিত। তাঁকে অভব বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। ভব শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'জন্মগ্রহণ করা'। এই শব্দটি ভূ শব্দ অর্থাৎ 'হওয়া' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৯) যেমন বলা হয়েছে, *ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে* —এই জড় জগতে জীবকে বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং ধ্বংস হতে হয়। পরমেশ্বর ভগবানকে কিন্তু কখনও *ভূত্বা* অথবা *প্রলীয়তে* হতে হয় না; তিনি নিত্য। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তাঁকে আত্মার অবিদ্যার প্রভাবে মানুষ অথবা পশুর মতো বার বার জন্ম গ্রহণ করতে হয় না এবং মৃত্যুবরণ করতে হয় না। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরে এই প্রকার পরিবর্তন হয় না। যারা তা বোঝে না, তারা মূর্খ (*অবজানন্তি মাং মূঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*)। নারদ মুনি উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষ যেন অনর্থক বিড়াল ও বানরের মতো লাফালাফি করে তাদের সময়ের অপচয় না করে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা।

শ্লোক ১৩

পুমান্ নৈবৈতি যদ্ গত্বা বিলস্বর্গং গতো যথা ।
প্রত্যগ্ধামাবিদ ইহ কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

পুমান্—মানুষ; **ন**—না; **এব**—বস্তুত; **এতি**—ফিরে আসে; **যৎ**—যেখানে; **গত্বা**—গিয়ে; **বিল-স্বর্গম্**—পাতাললোকে; **গতঃ**—গিয়ে; **যথা**—সদৃশ; **প্রত্যক্-ধাম**—জ্যোতির্ময় চিৎ-জগৎ; **অবিদঃ**—অজ্ঞানী ব্যক্তির; **ইহ**—এই জড় জগতে; **কিম্**—কি লাভ; **অসৎ-কর্মভিঃ**—ক্ষণস্থায়ী সকাম কর্মের দ্বারা; **ভবেৎ**—হতে পারে।

অনুবাদ

(নারদ মুনি বলেছিলেন যে, একটি বিল বা ছিদ্র রয়েছে যেখানে প্রবেশ করলে, সেখান থেকে আর কেউ ফিরে আসে না। হর্যশ্বরা সেই রূপকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।) পাতালে প্রবেশ করলে যেমন সেখান থেকে আর বেরিয়ে

আসা যায় না, তেমনি বৈকুণ্ঠ ধামে (প্রত্যগ্-ধাম) প্রবেশ করলে, সেখান থেকে আর এই জড় জগতে কেউ ফিরে আসে না। এমন কোন স্থান যদি থাকে, যেখানে গেলে আর এই দুঃখময় জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না, তা হলে সেই স্থানটি দর্শন না করে বা জানবার চেষ্টা না করে, কেবল বানরের মতো এই জড় জগতে লাফালাফি করলে কি লাভ হবে?

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৫/৬) বলা হয়েছে, *যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম* — যেখানে গেলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না, সেটিই হচ্ছে আমার পরম ধাম। সেই স্থানের বর্ণনা বার বার দেওয়া হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* অন্যত্র (৪/৯) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্যধাম লাভ করেন।"

কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানতে পারেন, যাঁকে ইতিপূর্বেই পরম ঈশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা হলে তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করার পর, তাঁকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকে সেই তথ্যের বর্ণনা করা হয়েছে। *পুমান্ নৈবৈতি যদ্ গত্বা*—তিনি নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময় জীবন লাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যান, তাঁকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। মানুষ কেন সেই কথা চিন্তা করে না? এই জড় জগতে কখনও মনুষ্যরূপে, কখনও দেবতারূপে এবং কখনও কুকুর অথবা বিড়ালরূপে আবার জন্মগ্রহণ করে কি লাভ? এইভাবে সময় নষ্ট করে কি লাভ? শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৫) বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥

"মহাত্মাগণ যাঁরা ভক্তিপরায়ণ যোগী, তাঁরা আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেননা তাঁরা সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছেন।" জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবানের সঙ্গে বৈকুণ্ঠলোকে বাস

করার সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করার চেষ্টা করাই মানব-জীবনের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। এই শ্লোকগুলিতে দক্ষের পুত্রেরা বার বার বলেছেন, *কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ*—"অনিত্য সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করে কি লাভ?"

শ্লোক ১৪

নানারূপাত্মনো বুদ্ধিঃ স্বৈরিণীব গুণান্বিতা ।
তন্নিষ্ঠামগতস্যেহ কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

নানা—বিবিধ; **রূপা**—রূপ বা বসন; **আত্মনঃ**—জীবের; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **স্বৈরিণী**—যে বেশ্যা বিবিধ বসন বা অলঙ্কারের দ্বারা নিজেকে ইচ্ছামতো সাজায়; **ইব**—সদৃশ; **গুণান্বিতা**—রজ আদি গুণ সমন্বিতা; **তৎ-নিষ্ঠাম্**—তার নিবৃত্তি; **অগতস্য**—যে প্রাপ্ত হয়নি তার; **ইহ**—এই জড় জগতে ; **কিম্ অসৎ-কর্মভিঃ ভবেৎ**—অনিত্য সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করে কি লাভ।

অনুবাদ

(নারদ মুনি এক বেশ্যা রমণীর বর্ণনা করেছেন। হর্যশ্বেরা সেই রমণীকে চিনতে পেরেছেন।) রজোগুণ সমন্বিত জীবের অস্থির বুদ্ধি একটি বেশ্যার মতো জীবের মোহ উৎপাদনের জন্য তার বেশ পরিবর্তন করে। তা বুঝতে না পেরে মানুষ যদি অনিত্য সকাম কর্মে লিপ্ত হয়, তাতে তার কি লাভ হবে?

তাৎপর্য

যে পতিহীনা রমণী নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে, সে বেশ্যায় পরিণত হয়। বেশ্যারা তাদের দেহের নিম্নাঙ্গের প্রতি পুরুষের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সাধারণত নিজেদের খুব সুন্দরভাবে সাজায়। আজকাল মেয়েদের প্রায় নগ্ন অবস্থায়, তাদের দেহের নিম্নাঙ্গ কেবল স্বল্প আচ্ছাদিত করে যৌনসুখ উপভোগের জন্য তাদের গোপন অঙ্গগুলির প্রতি পুরুষদের মনোযোগ আকর্ষণ করা একটা প্রচলিত প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেহের নিম্নাঙ্গের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য যখন বুদ্ধির প্রয়োগ হয়, তখন সেই বুদ্ধি একটি বেশ্যার মতো। তেমনই, যে জীব তার বুদ্ধিকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বা শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতি উন্মুখ করে না, তা হলে সে কেবল বেশ্যার মতো তার বেশ পরিবর্তন করে। এই প্রকার মূর্খ বুদ্ধির কি প্রয়োজন? বুদ্ধির দ্বারা চেতনাকে এমনভাবে পরিচালিত করা উচিত যাতে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে না হয়।

কর্মীরা যে কোন মুহূর্তে তাদের বৃত্তির পরিবর্তন করে, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত কখনও তাঁর বৃত্তি পরিবর্তন করে না, কারণ তাঁর একমাত্র বৃত্তি হচ্ছে নিত্য পরিবর্তনশীল ফ্যাশনের অনুসরণ না করে, অত্যন্ত সরলভাবে জীবন যাপন করা এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে শ্রীকৃষ্ণের মনোযোগ আকর্ষণ করা। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে ফ্যাশন-পরায়ণ ব্যক্তিদের কেবল একটি ফ্যাশনই অবলম্বন করার শিক্ষা দেওয়া হয়—মুণ্ডিত মস্তকে তিলক শোভিত হয়ে বৈষ্ণব সাজে সজ্জিত হওয়া। তাঁদের মন, বেশভূষা, আহার শুদ্ধ করার শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে তাঁরা কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হতে পারেন। কখনও লম্বা চুল রেখে, কখনও বা দাড়ি রেখে রূপ এবং বসনের পরিবর্তন করে কি লাভ? সেটি ভাল নয়। এই প্রকার তুচ্ছ কার্যকলাপে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। সর্বদা কৃষ্ণভক্তিতে একনিষ্ঠ থাকা উচিত এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ভগবদ্ভক্তির মহৌষধ সেবন করা উচিত।

শ্লোক ১৫

তৎসঙ্গভ্রংশিতৈশ্বর্যং সংসরন্তং কুভার্যবৎ ।
তদ্‌গতীরবুধস্যেহ কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

তৎ-সঙ্গ—বুদ্ধিরূপ বেশ্যার সঙ্গপ্রভাবে; **ভ্রংশিত**—ভ্রষ্ট; **ঐশ্বর্যম্**—স্বাধীনতারূপ ঐশ্বর্য; **সংসরন্তম্**—জড়-জাগতিক জীবনকে অবলম্বন করে; **কু-ভার্য-বৎ**—অসতী স্ত্রীর পতির মতো; **তৎ-গতীঃ**—কলুষিত বুদ্ধিমত্তার গতি; **অবুধস্য**—যে জানে না তার; **ইহ**—এই জগতে; **কিম্ অসৎ-কর্মভিঃ ভবেৎ**—অনিত্য সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করে কি লাভ।

অনুবাদ

(নারদ মুনি এক বেশ্যাপতি পুরুষের কথাও বলেছেন। হর্যশ্বেরা সেই বর্ণনাটি এইভাবে বুঝেছিলেন—) কেউ যদি বেশ্যার পতি হয়, তা হলে সে তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে। তেমনই, কলুষিত বুদ্ধিমত্তা সমন্বিত ব্যক্তি তার জড়-জাগতিক জীবনকে বর্ধিত করে। জড়া প্রকৃতির দ্বারা নিরাশ হয়ে সে তার বুদ্ধির গতি অনুসরণ করে, যার ফলে সে বিভিন্ন সুখ এবং দুঃখময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইভাবে কেউ যদি সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করে, তার ফলে কি লাভ হয়?

তাৎপর্য

কলুষিত বুদ্ধিকে বেশ্যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যে তার বুদ্ধিকে শুদ্ধ এবং পবিত্র করেনি, সে সেই বেশ্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বলা হয়। *ভগবদ্গীতায়*

(২/৪১) বলা হয়েছে, *ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন*—যারা প্রকৃতপক্ষে নিষ্ঠাবান, তারা কেবল এক প্রকার বুদ্ধির দ্বারা, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনাময় বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়। *বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্*—যারা কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ নয়, তাদের বুদ্ধি বহু শাখায় বিভক্ত। এইভাবে নানা প্রকার জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে, তারা জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং নানা প্রকার সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। কোন পুরুষ যদি বেশ্যার পতি হয়, তা হলে সে সুখী হতে পারে না, তেমনই যে ব্যক্তি তার জড় বুদ্ধি এবং জড় চেতনার আদেশ পালন করে, সে কখনও সুখী হতে পারে না।

জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপ বিচারপূর্বক হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) বলা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'—এই রকম অভিমান করে।" মানুষ যদিও জড়া প্রকৃতির আদেশ পালন করে, তবুও সে মহানন্দে মনে করে যে, সে হচ্ছে প্রকৃতির ঈশ্বর বা পতি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, যার পরিচালনায় এই জড় জগৎ পরিচালিত হচ্ছে, সেই ভগবানকে বৈজ্ঞানিকেরা জানবার চেষ্টা না করে, জন্মজন্মান্তরে জড়া প্রকৃতির প্রভু হওয়ার চেষ্টা করছে। জড়া প্রকৃতির প্রভুত্ব করার চেষ্টা করে তারা নকল ভগবান সেজে জনসাধারণের কাছে ঘোষণা করে যে, বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে একদিন তারা ভগবানের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে পারবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানের নিয়ম লঙ্ঘন করতে সক্ষম না হয়ে, তারা কলুষিত বুদ্ধিরূপ বেশ্যার সঙ্গপ্রভাবে নানা প্রকার জড় শরীর ধারণ করতে বাধ্য হয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৩/২২) বলা হয়েছে—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥

"জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত জীব প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করে। প্রকৃতির গুণের সঙ্গবশতই তার সৎ ও অসৎ যোনিসমূহে জন্ম হয়।" কেউ যদি পূর্ণরূপে অনিত্য সকাম কর্মে যুক্ত হয় এবং তার প্রকৃত সমস্যার সমাধান না করে, তা হলে কি লাভ?

শ্লোক ১৬

সৃষ্ট্যপ্যয়করীং মায়াং বেলাকূলান্তবেগিতাম্ ।
মত্তস্য তামবিজ্ঞস্য কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ ॥ ১৬ ॥

সৃষ্টি—সৃষ্টি; **অপ্যয়**—প্রলয়; **করীম্**—যিনি করেন; **মায়াম্**—মায়া; **বেলাকূল-অন্ত**—তটের নিকটে; **বেগিতাম্**—অত্যন্ত বেগবান; **মত্তস্য**—পাগলের; **তাম্**—সেই জড়া প্রকৃতি; **অবিজ্ঞস্য**—যে জানে না; **কিম্ অসৎ-কর্মভিঃ ভবেৎ**—অনিত্য সকাম কর্ম সম্পাদন করে কি লাভ।

অনুবাদ

(নারদ মুনি বলেছিলেন যে, একটি নদী আছে যা উভয় দিকে প্রবাহিত। হর্যশ্বেরা সেই বর্ণনার তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন।) সৃষ্টি এবং প্রলয়কারিণী মায়াই সেই নদী। তাই সেই নদীটি উভয় দিকে প্রবাহিত। কেউ যদি অজ্ঞানবশত সেই নদীতে পতিত হয়, তা হলে সে তার তরঙ্গে নিমজ্জিত হয় এবং যেহেতু তটের নিকটে সেই নদীর বেগ অত্যন্ত প্রবল, তাই সে সেখান থেকে উঠে আসতে পারে না। মায়ারূপ সেই নদীতে সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করে কি লাভ হবে?

তাৎপর্য

মায়ারূপ নদীর তরঙ্গে নিমজ্জিত ব্যক্তি যদি বিদ্যা এবং তপস্যারূপ তটের আশ্রয় অবলম্বন করেন, তা হলে তিনি উদ্ধার লাভ করতে পারেন। কিন্তু সেই তটের নিকটে নদীর স্রোতের বেগ অত্যন্ত প্রবল। কেউ যদি বুঝতে না পারে যে, কিভাবে সে নদীর তরঙ্গে নিমজ্জিত হচ্ছে, তা হলে অনিত্য সকাম কর্মে যুক্ত হয়ে তার কি লাভ হবে?

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৪) বলা হয়েছে—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা ।

মায়াশক্তি দুর্গা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধ্যক্ষা এবং তিনি পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় কার্য করেন (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*)। কেউ যখন অবিদ্যারূপ নদীতে পতিত হয়, তখন সে সেই নদীর তরঙ্গের আঘাতে নিমজ্জিত হতে থাকে, কিন্তু সে যখন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়, তখন সেই মায়াই তাকে উদ্ধার করেন। কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে বিদ্যা এবং তপস্যা। কৃষ্ণভক্ত বৈদিক শাস্ত্র থেকে বিদ্যা অর্জন করেন এবং সেই সঙ্গে তপস্যা অনুশীলন করেন।

জাগতিক জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে অবশ্যই কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করতে হবে। তা না করে কেউ যদি তথাকথিত বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধনে ব্যস্ত হয়, তা হলে তার ফলে কি লাভ হবে? কেউ যদি মায়ার তরঙ্গে ভেসে যায়, তা হলে মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিক হয়ে কি লাভ? জড় বিজ্ঞান এবং দর্শন জড়া প্রকৃতিরই সৃষ্টি। মানুষকে বুঝতে হবে মায়া কিভাবে কার্য করে এবং কিভাবে অবিদ্যারূপ নদীর তরঙ্গে নিমজ্জিত হওয়া থেকে উদ্ধার লাভ করা যায়। সেটিই মানুষের সর্বপ্রথম কর্তব্য।

শ্লোক ১৭

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানাং পুরুষোঽদ্ভুতদর্পণঃ ।
অধ্যাত্মমবুধস্যেহ কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ ॥ ১৭ ॥

পঞ্চবিংশতি—পঁচিশ; **তত্ত্বানাম্**—উপাদানের; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অদ্ভুত-দর্পণঃ**—আশ্চর্যজনক স্রষ্টা; **অধ্যাত্মম্**—সমস্ত কারণ এবং কার্যের পর্যবেক্ষক; **অবুধস্য**—যে জানে না তার; **ইহ**—এই জড় জগতে; **কিম্ অসৎ-কর্মভিঃ ভবেৎ**—অনিত্য সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করার ফলে কি লাভ হতে পারে।

অনুবাদ

(নারদ মুনি পঁচিশটি উপাদানের দ্বারা নির্মিত একটি গৃহের কথা বলেছিলেন। হর্যশ্বেরা সেই রূপকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।) পরমেশ্বর ভগবান পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আশ্রয় এবং পরম পুরুষরূপে তিনি কার্য ও কারণের পরিচালক এবং প্রকাশক। কেউ যদি সেই পরম পুরুষকে না জেনে অনিত্য সকাম কর্মে যুক্ত হয়, তা হলে তার কি লাভ হবে?

তাৎপর্য

দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা আদি কারণের অন্বেষণে গবেষণা করে, কিন্তু তা তাদের বিজ্ঞানসম্মতভাবে করা উচিত, খেয়ালখুশি মতো অথবা মনগড়া কতকগুলি উদ্ভট মতবাদ সৃষ্টি করার মাধ্যমে নয়। বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রে আদি কারণের বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা/জন্মাদ্যস্য যতঃ* । *বেদান্ত-সূত্রে* বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, পরম আত্মা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উচিত। ভগবান সম্বন্ধে এই প্রকার অনুসন্ধানকে বলা হয় *ব্রহ্মজিজ্ঞাসা* । পরমতত্ত্ব *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১১) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীগণ তাঁকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা কথিত হন।" নবীন পরমার্থবাদীদের কাছে পরমতত্ত্ব নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে এবং যোগীদের কাছে পরমাত্মারূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু তাদের থেকেও উন্নত যে ভক্ত, তিনি তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন।

এই জড় সৃষ্টির প্রকাশ হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর শক্তির বিস্তার—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥

"অগ্নি যেমন একস্থানে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও বহু দূরে তার আলোক বিস্তার করে, তেমনি এই জগতে আমরা যা কিছু দেখছি তা ভগবানের পরা শক্তির বিস্তার মাত্র।" (*বিষ্ণুপুরাণ*) সমগ্র জগৎ ভগবানের শক্তির প্রকাশ। তাই কেউ যদি পরম কারণকে জানার জন্য গবেষণা না করে তুচ্ছ অনিত্য কার্যকলাপে ভ্রান্তভাবে যুক্ত হয়, তা হলে একজন বড় বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকরূপে পরিচিতি লাভের দাবি করার কি প্রয়োজন? কেউ যদি পরম কারণকে না জানে, তা হলে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক গবেষণার কি প্রয়োজন?

আদি পুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে কেবল ভক্তির মাধ্যমেই জানা যায়। *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*—যিনি সব কিছুর পিছনে রয়েছেন, সেই পরম পুরুষকে কেবল ভক্তির মাধ্যমেই জানা যায়। জড় উপাদানগুলি যে ভগবানের ভিন্না নিকৃষ্টা শক্তি তা বোঝার চেষ্টা করা উচিত। জড় পদার্থ, আত্মা, জীবনীশক্তি, আমরা যা কিছু অনুভব করতে পারি, তা সবই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নিকৃষ্টা এবং উৎকৃষ্টা, এই দুটি শক্তির সমন্বয়। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্বন্ধে এবং সেই নিত্যধাম যেখান থেকে আর কাউকে ফিরে আসতে হয় না (*যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে*), সেই সম্বন্ধে ঐকান্তিকভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। মানব-সমাজের তা অধ্যয়ন করা কর্তব্য, কিন্তু এই প্রকার জ্ঞানের আহরণ না করে, অন্তহীন রজোগুণে পর্যবসিত হয় যে অনিত্য জড় সুখ, তার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে। এই সমস্ত কার্যকলাপে কোন লাভ হয় না। কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হওয়াই মানুষের পরম কর্তব্য।

শ্লোক ১৮

ঐশ্বরং শাস্ত্রমুৎসৃজ্য বন্ধমোক্ষানুদর্শনম্ ।
বিবিক্তপদমজ্ঞায় কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ ॥ ১৮ ॥

ঐশ্বরম্—ভগবদ্ উপলব্ধি বা কৃষ্ণভাবনা; **শাস্ত্রম্**—বৈদিক শাস্ত্র; **উৎসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **বন্ধ**—বন্ধনের; **মোক্ষ**—এবং মুক্তির; **অনুদর্শনম্**—পন্থা প্রদর্শন করে; **বিবিক্ত-পদম্**—চিৎ এবং জড়ের পার্থক্য নিরূপণ করে; **অজ্ঞায়**—না জেনে; **কিম্ অসৎ-কর্মভিঃ ভবেৎ**—অনিত্য সকাম কর্মের অনুষ্ঠান করে কি লাভ হতে পারে।

অনুবাদ

(নারদ মুনি একটি হংসের কথা বলেছেন। এই শ্লোকে সেই হংসটির তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে।) বৈদিক শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে সমস্ত জড় এবং চিন্ময় শক্তির উৎস ভগবানকে জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে, এই দুটি শক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হংস হচ্ছেন তিনি যিনি জড় এবং চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন, যিনি সব কিছুর সার গ্রহণ করেন এবং বন্ধনের কারণ ও মুক্তির উপায় বিশ্লেষণ করেন। শাস্ত্রের বাণী বিবিধ শব্দ-তরঙ্গ সমন্বিত। কোন মূর্খ যদি এই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন ত্যাগ করে অনিত্য কার্যকলাপে যুক্ত হয়, তা হলে তার পরিণাম কি হবে?

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বৈদিক শাস্ত্রসমূহকে বিভিন্ন আধুনিক ভাষায়, বিশেষ করে ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি পাশ্চাত্যের ভাষাগুলির মাধ্যমে প্রদান করতে অত্যন্ত আগ্রহী। আমেরিকান এবং ইওরোপীয়ান প্রভৃতি পাশ্চাত্যের নেতারা আধুনিক সভ্যতার আদর্শ, কারণ পাশ্চাত্যের মানুষেরা জড় সভ্যতার উন্নতি সাধনের অনিত্য কার্যকলাপে অত্যন্ত পারদর্শী। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ বুঝতে পারেন যে, এই সমস্ত বড় বড় কার্যকলাপ অনিত্য জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও নিত্য জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। সমগ্র জগৎ পাশ্চাত্যের জড় সভ্যতার অনুকরণ করছে এবং তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন পাশ্চাত্যের ভাষাগুলিতে মূল সংস্কৃত বৈদিক সাহিত্যের অনুবাদ করে পাশ্চাত্যের মানুষদের জ্ঞান দান করতে বিশেষভাবে উৎসাহী।

বিবিক্তপদম্ শব্দটি জীবনের উদ্দেশ্য ন্যায়সঙ্গতভাবে আলোচনার পন্থা ইঙ্গিত করে। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে যদি আলোচনা করা না হয়, তা

হলে মানুষকে অজ্ঞানের অন্ধকারে রাখা হবে এবং বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। তা হলে জ্ঞানের উন্নতি সাধন করে তার কি লাভ হল? পাশ্চাত্যের মানুষেরা দেখছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভের জমকালো আয়োজন সত্ত্বেও তাদের ছাত্র-ছাত্রীরা হিপি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বিভ্রান্ত ও নেশায় আসক্ত ছেলে-মেয়েদের শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত করার মাধ্যমে মানব-সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতসাধন করছে।

শ্লোক ১৯

কালচক্রং ভ্রমি তীক্ষ্ণং সর্বং নিষ্কর্ষয়জ্জগৎ ।
স্বতন্ত্রমবুধস্যেহ কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

কালচক্রম্—কালের চক্র; **ভ্রমি**—স্বয়ং ভ্রমণশীল; **তীক্ষ্ণম্**—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; **সর্বম্**—সমস্ত; **নিষ্কর্ষয়ৎ**—চালিত করছে; **জগৎ**—বিশ্ব; **স্বতন্ত্রম্**—স্বতন্ত্রভাবে, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকদের অপেক্ষা না করে; **অবুধস্য**—(এই কালের তত্ত্ব) যে জানে না তার; **ইহ**—এই জড় জগতে; **কিম্ অসৎ-কর্মভিঃ ভবেৎ**—অনিত্য সকাম কর্মে লিপ্ত হয়ে কি লাভ।

অনুবাদ

(নারদ মুনি ক্ষুর এবং বজ্রের দ্বারা নির্মিত একটি বস্তুর উল্লেখ করেছিলেন। হর্যশ্বেরা সেই রূপকটির অর্থ এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।) কালের গতি অত্যন্ত সুতীক্ষ্ণ, যেন তা ক্ষুর এবং বজ্রের দ্বারা নির্মিত। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং অপ্রতিহতভাবে কাল সারা জগতের সমস্ত কার্যকলাপ পরিচালিত করে। কেউ যদি এই কালচক্রকে জানার চেষ্টা না করে অনিত্য সকাম কর্মের অনুষ্ঠানে মগ্ন হয়, তা হলে তার কি লাভ হবে?

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে *ক্ষৌরপব্যং স্বয়ং ভ্রমি* শব্দগুলির অর্থ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই শব্দগুলির দ্বারা বিশেষভাবে কালচক্রকে বোঝানো হয়েছে। বলা হয় যে, সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না। মহান রাজনীতিবিদ চাণক্য পণ্ডিতের নীতি অনুসারে—

আয়ুষঃ ক্ষণ একোঽপি ন লভ্যঃ স্বর্ণকোটিভিঃ ।
ন চেন্ নিরর্থকং নীতিঃ কা চ হানিস্ততোঽধিকা ॥

কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়েও আয়ুর এক পলকও ফিরে পাওয়া যায় না। অতএব সেই আয়ু যদি অনর্থক অপচয় করা হয়, তা হলে তার ফলে কত ক্ষতি হয়। জীবনের উদ্দেশ্য না জেনে, পশুর মতো জীবন যাপন করে মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে, নিত্যত্ব বলে কিছু নেই; তাদের পঞ্চাশ, ষাট, বড় জোর একশ বছর আয়ুই সব কিছু। সেটিই হচ্ছে সব চাইতে বড় মূর্খতা। কাল নিত্য, জীবও নিত্য এবং এই জড় জগতে জীব তার নিত্য জীবনের কতকগুলি বিভিন্ন অবস্থা কেবল অতিক্রম করে। এখানে কালকে একটি তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কামানো হয়, কিন্তু অসাবধানতার সঙ্গে তার ব্যবহার হলে, তার ফলে ভয়ঙ্কর সর্বনাশ হতে পারে। মানুষকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সে যেন তার জীবনের অপব্যবহার করে ভয়ঙ্কর সর্বনাশ সাধন না করে। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উদ্দেশ্যে অথবা কৃষ্ণভক্তি লাভের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে জীবনের সদ্ব্যবহার করা উচিত।

শ্লোক ২০

শাস্ত্রস্য পিতুরাদেশং যো ন বেদ নিবর্তকম্ ।
কথং তদনুরূপায় গুণবিস্রম্ভ্যুপক্রমেৎ ॥ ২০ ॥

শাস্ত্রস্য—শাস্ত্রের; **পিতুঃ**—পিতার; **আদেশম্**—আদেশ; **যঃ**—যিনি; **ন**—না; **বেদ**—জানে; **নিবর্তকম্**—যা জড়-জাগতিক জীবনের নিবৃত্তি সাধন করে; **কথম্**—কিভাবে; **তৎ-অনুরূপায়**—শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করার জন্য; **গুণ-বিস্রম্ভী**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তি; **উপক্রমেৎ**—প্রজাসৃষ্টির কার্যে প্রবৃত্ত হতে পারে।

অনুবাদ

(নারদ মুনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন মূর্খতাবশত মানুষ কিভাবে তার পিতার আদেশ অমান্য করতে পারে। এই প্রশ্নের অর্থ হর্যশ্বেরা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।) শাস্ত্রনির্দেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। বৈদিক সংস্কৃতিতে উপনয়ন সংস্কারের মাধ্যমে দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয়। সদ্‌গুরুর কাছ থেকে শাস্ত্রের উপদেশ শিক্ষা লাভের ফলে এই দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয়। তাই, শাস্ত্র হচ্ছেন প্রকৃত পিতা। সমস্ত শাস্ত্রে জড়-জাগতিক জীবনের সমাপ্তি সাধনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি তার পিতার বা শাস্ত্রের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে, তা হলে সে মূর্খ। জড় দেহের পিতার যে আদেশ পুত্রকে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত করে, তা প্রকৃত পিতার উপদেশ নয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৬/৭) বলা হয়েছে, *প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ* — অসুরেরা, যারা নরাধম অথচ পশু নয়, তারা *প্রবৃত্তি* এবং *নিবৃত্তি* শব্দ দুটির অর্থ জানে না। জড় জগতে প্রতিটি জীবেরই যথাসম্ভব আধিপত্য করার বাসনা রয়েছে। তাকে বলা হয় প্রবৃত্তি-মার্গ। কিন্তু সমস্ত শাস্ত্রে নিবৃত্তি-মার্গের বা জড়-জাগতিক জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন বৈদিক শাস্ত্র ছাড়াও অন্যান্য শাস্ত্রেও সেই কথা স্বীকার করা হয়েছে। যেমন, বৌদ্ধ শাস্ত্রে ভগবান বুদ্ধদেব জড়-জাগতিক জীবন পরিত্যাগ করে নির্বাণ লাভের উপদেশ দিয়েছেন। বাইবেলও একটি শাস্ত্র এবং সেখানেও উপদেশ দেওয়া হয়েছে, মানুষ যেন তার জড়-জাগতিক জীবন সমাপ্ত করে ভগবানের রাজ্যে ফিরে যায়। যে কোন শাস্ত্রে, বিশেষ করে বৈদিক শাস্ত্রে, সেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে—জড়-জাগতিক জীবন পরিত্যাগ করে তার আদি চিন্ময় জীবনে যেন জীব ফিরে যায়। শঙ্করাচার্যও সেই সিদ্ধান্তই প্রচার করেছেন। *ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা*—জড় জগৎ অথবা জড়-জাগতিক জীবন মায়িক এবং তাই জীবের কর্তব্য হচ্ছে তার মায়িক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে ব্রহ্মের স্তরে উন্নীত হওয়া।

শাস্ত্র বলতে বিশেষ করে বৈদিক জ্ঞানের গ্রন্থসমূহকে বোঝানো হয়েছে। *সাম, যজুঃ, ঋক্* এবং *অথর্ব*—এই বেদ চতুষ্টয় এবং অন্যান্য যে সমস্ত গ্রন্থে বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদের বৈদিক শাস্ত্র বলে বিবেচনা করা হয়। *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার এবং তাই সেই শাস্ত্রের উপদেশ বিশেষভাবে পালন করা উচিত। সমস্ত শাস্ত্রের সারস্বরূপ এই গ্রন্থটিতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপদেশ দিয়েছেন, সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল তাঁর শরণাগত হতে (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*)।

শাস্ত্রের নির্দেশ পালন করতে হলে দীক্ষিত হতে হয়। দীক্ষা দান করে আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে জড়-জাগতিক জীবন পরিত্যাগ করে শাস্ত্রের পরম বক্তা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করার স্তরে উপনীত হওয়ার উপদেশ দিয়ে থাকে। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুসারে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, নেশা, দ্যূতক্রীড়া এবং আমিষ আহার বর্জন করতে আমরা উপদেশ দিই। এই চারটি বিধিনিষেধ পালন করার ফলে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি জড়-জাগতিক জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

পিতা-মাতার উপদেশ সম্বন্ধে বলা যায় যে, প্রতিটি জীব, এমন কি কুকুর, বিড়াল এবং সরীসৃপেরাও পিতা-মাতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করে। অতএব জড়

দেহের পিতা-মাতা লাভ করা খুব একটা বড় কথা নয়। প্রতিটি জীবনে, জন্ম-জন্মান্তরে জীব পিতা-মাতা লাভ করে। কিন্তু মানব-সমাজে কেউ যদি তার পিতা-মাতার উপদেশ পালন করেই সন্তুষ্ট থাকে এবং সদ্‌গুরু গ্রহণ করে ও শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে শিক্ষা লাভ করে পারমার্থিক উন্নতি সাধন না করে, তা হলে সে অবশ্যই অজ্ঞানের অন্ধকারেই থাকে। জড় দেহের পিতা-মাতার গুরুত্ব কেবল তখনই যদি তাঁরা তাঁদের পুত্রদের মৃত্যুর করাল পাশ থেকে মুক্ত হওয়ার শিক্ষাদানে আগ্রহী হন। ঋষভদেব উপদেশ দিয়েছেন (*শ্রীমদ্ভাগবত ৫/৫/১৮*)—*পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ / ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্* । কেউ যদি তাঁর পুত্রকে আসন্ন মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে না পারেন, তা হলে তাঁর পিতা অথবা মাতা হওয়া উচিত নয়। যে পিতা-মাতা সন্তানদের এইভাবে রক্ষা করতে পারে না, সেই পিতা-মাতার কোন মূল্য নেই, কারণ সেই ধরনের পিতা-মাতা কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি পশুজীবনেও লাভ করা যায়। যে পিতা-মাতা তাঁদের সন্তানদের আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করতে পারেন, তাঁরাই হচ্ছেন আদর্শ পিতা-মাতা। তাই বৈদিক প্রথায় বলা হয়, *জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ*—পিতা-মাতার মাধ্যমে যে জন্ম, সেই জন্ম অনুসারে মানুষ শূদ্র। কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ হওয়া, মনুষ্য-জীবনের সর্বোচ্চ স্তর লাভ করা।

সর্বোচ্চ স্তরের বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মানুষকে বলা হয় ব্রাহ্মণ, কারণ তিনি পরম ব্রহ্মকে জানেন। *বেদে* উপদেশ দেওয়া হয়েছে, *তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*—এই বিজ্ঞান লাভ করার জন্য সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া কর্তব্য। সদ্‌গুরু শিষ্যকে যোগ্য যজ্ঞোপবীত প্রদান করার মাধ্যমে দীক্ষা দান করেন, যাতে শিষ্য বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। *জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ধি ভবেদ্ দ্বিজঃ*। সদ্‌গুরুর শিক্ষার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ হওয়ার পন্থাকে বলা হয় সংস্কার। দীক্ষার পর শিষ্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, যার ফলে সে জানতে পারে, সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কিভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন জড়-জাগতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উচ্চতর জ্ঞান প্রদান করছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বহু পিতা-মাতা এই আন্দোলনের প্রতি সন্তুষ্ট নন। আমাদের শিষ্যদের পিতা-মাতা ছাড়াও অনেক ব্যবসাদারেরাও আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট, কারণ আমরা আমাদের শিষ্যদের শিক্ষা দিই আমিষ আহার, নেশা, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং দ্যূতক্রীড়া বর্জন করতে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের ফলে, তথাকথিত সমস্ত ব্যবসায়ীদের তাদের কসাইখানা, মদ-চোলাইয়ের কারখানা এবং সিগারেটের কারখানা বন্ধ করে

দিতে হবে। তাই তারা অত্যন্ত ভয়ে ভীত। কিন্তু আমাদের শিষ্যদের জড়-জাগতিক জীবন থেকে মুক্ত হওয়ার শিক্ষা দেওয়া ছাড়া আমাদের আর অন্য কোন উপায় নেই। তাদের জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য আমাদের জড়-জাগতিক জীবনের ঠিক বিপরীত পন্থা শিক্ষা দিতে হবে।

নারদ মুনি তাই প্রজাপতি দক্ষের পুত্র হর্যশ্বদের উপদেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন প্রজা সৃষ্টির পরিবর্তে শাস্ত্রের নির্দেশ মতো পারমার্থিক সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করেন। শাস্ত্রের গুরুত্ব বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* (১৬/২৩) বলা হয়েছে—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

"কিন্তু শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে যে কামাচারে বর্তমান থাকে, সে সিদ্ধি, সুখ অথবা পরাগতি লাভ করতে পারে না।"

শ্লোক ২১

ইতি ব্যবসিতা রাজন্ হর্যশ্বা একচেতসঃ ।
প্রযযুস্তং পরিক্রম্য পন্থানমনিবর্তনম্ ॥ ২১ ॥

ইতি—এইভাবে; **ব্যবসিতাঃ**—নারদ মুনির উপদেশে পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে; **রাজন্**—হে রাজন্; **হর্যশ্বাঃ**—প্রজাপতি দক্ষের পুত্রগণ; **এক-চেতসঃ**—সকলেই এক মত হয়ে; **প্রযযুঃ**—প্রস্থান করেছিলেন; **তম্**—নারদ মুনিকে; **পরিক্রম্য**—পরিক্রম করে; **পন্থানম্**—পথে; **অনিবর্তনম্**—আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, নারদ মুনির উপদেশ শ্রবণ করে, প্রজাপতি দক্ষের পুত্রেরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁর উপদেশ পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেছিলেন এবং একমত হয়েছিলেন। সেই মহর্ষিকে তাঁদের গুরুদেবরূপে বরণ করে তাঁরা তাঁকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন এবং যে পথে গেলে আর এই জগতে ফিরে আসতে হয় না, তাঁরা সেই পথে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে আমরা দীক্ষার অর্থ এবং শিষ্য ও শ্রীগুরুদেবের কর্তব্য সম্বন্ধে জানতে পারি। শ্রীগুরুদেব কখনও তাঁর শিষ্যকে বলেন না, "আমি তোমাকে মন্ত্র

দেব এবং তার বিনিময়ে তুমি আমাকে টাকা দাও, আর এই যোগ অভ্যাস করার ফলে তুমি তোমার জড়-জাগতিক জীবনে খুব দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।" সেটি গুরুদেবের কর্তব্য নয়। পক্ষান্তরে, শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে শিক্ষা দেন কিভাবে জড়-জাগতিক জীবন ত্যাগ করতে হয় এবং শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর সেই সমস্ত উপদেশ যথাযথভাবে পালন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথ অনুসরণ করা, যেখান থেকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

নারদ মুনির উপদেশ শ্রবণ করে প্রজাপতি দক্ষের পুত্র হর্যশ্বেরা স্থির করেছিলেন যে, শত শত সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জড়-জাগতিক জীবনে তাঁরা আর আবদ্ধ হবেন না। সেই বন্ধন অর্থহীন। হর্যশ্বেরা পাপকর্ম অথবা পুণ্যকর্মের বিচার করেননি। তাঁদের জড় দেহের পিতা তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন প্রজাবৃদ্ধি করার জন্য, কিন্তু নারদ মুনির উপদেশ শ্রবণ করার পর তাঁরা সেই নির্দেশ পালন করতে পারেননি। তাঁদের শ্রীগুরুদেবরূপে নারদ মুনি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা যেন জড়-জাগতিক জীবন ত্যাগ করেন, এবং আদর্শ শিষ্যরূপে তাঁরা তাঁর সেই উপদেশ পালন করেছিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহলোকে ভ্রমণ করার প্রচেষ্টা করা উচিত নয়, কারণ কেউ যদি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক সত্যলোকেও উন্নীত হন, সেখান থেকে আবার তাঁকে ফিরে আসতে হবে (*ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*)। কর্মীদের সমস্ত প্রচেষ্টাই অর্থহীন সময়ের অপচয় মাত্র। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা। সেটিই জীবনের পূর্ণতা। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) ভগবান বলেছেন—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

"হে অর্জুন, এই ভুবন থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত গ্রহলোকই পুনরাবর্তনশীল। কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।"

শ্লোক ২২

স্বরব্রহ্মণি নির্ভাতহৃষীকেশপদাম্বুজে ।
অখণ্ডং চিত্তমাবেশ্য লোকাননুচরন্মুনিঃ ॥ ২২ ॥

স্বর-ব্রহ্মণি—চিন্ময় শব্দ; **নির্ভাত**—স্পষ্টভাবে মনে স্থাপন করে; **হৃষীকেশ**—ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **পদাম্বুজে**—শ্রীপাদপদ্মে; **অখণ্ডম্**—একাগ্র;

চিত্তম্—চেতনা; **আবেশ্য**—যুক্ত করে; **লোকান্**—সমস্ত গ্রহলোকে; **অনুচরৎ**—ভ্রমণ করেছিলেন; **মুনিঃ**—দেবর্ষি নারদ মুনি।

অনুবাদ

সপ্ত স্বর—ষা, ঋ, গা, মা, পা, ধা এবং নি সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মূলত সেগুলি এসেছে সামবেদ থেকে। দেবর্ষি নারদ ভগবানের লীলা বর্ণনা করে গান করেন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই আদি চিন্ময় মহামন্ত্রের কীর্তনের প্রভাবে মন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে একাগ্র হয়। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর হৃষীকেশকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা যায়। হর্যশ্বদের উদ্ধার করার পর, নারদ মুনি ভগবান শ্রীহৃষীকেশের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর চিত্ত একাগ্র করে সমস্ত গ্রহলোকে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এখানে নারদ মুনির মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সর্বদা ভগবানের লীলা কীর্তন করেন এবং বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে পরিচালিত করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—

নারদ মুনি, বাজায় বীণা,
'রাধিকারমণ'-নামে ।
নাম অমনি, উদিত হয়,
ভকত-গীতসামে ॥
অমিয়-ধারা, বরিষে ঘন,
শ্রবণ-যুগলে গিয়া ।
ভকতজন, সঘনে নাচে,
ভরিয়া আপন হিয়া ॥
মাধুরীপূর, আসব পশি',
মাতায় জগত-জনে ।
কেহ বা কাঁদে, কেহ বা নাচে,
কেহ মাতে মনে মনে ॥
পঞ্চবদন, নারদে ধরি',
প্রেমের সঘন রোল ।
কমলাসন, নাচিয়া বলে,
'বোল বোল হরি বোল' ॥

সহস্রানন, পরম-সুখে,
'হরি হরি' বলি' গায় ।
নাম-প্রভাবে, মাতিল বিশ্ব,
নাম-রস সবে পায় ॥
শ্রীকৃষ্ণনাম, রসনে স্ফুরি',
পুরা'ল আমার আশ ।
শ্রীরূপ-পদে, যাচয়ে ইহা,
ভকতিবিনোদ দাস ॥

এই গানটির অর্থ হচ্ছে, মহাত্মা নারদ মুনি তাঁর বীণা বাজিয়ে রাধিকারমণ শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করেন। বীণা বাজানো মাত্রই সমস্ত ভক্তেরা তাঁর সঙ্গে গান করতে শুরু করেন। বীণা সহযোগে সেই কীর্তনের সুরে মনে হয় যেন অমৃতের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে, এবং সমস্ত ভক্তেরা তখন আনন্দে মগ্ন হয়ে নৃত্য করতে শুরু করেন। তাঁদের সেইভাবে নাচতে দেখে মনে হয় যেন তাঁরা মাধুরীপূর নামক সুরা পান করে উন্মত্ত হয়েছেন। তাঁদের কেউ ক্রন্দন করেন, কেউ নৃত্য করেন এবং অন্য কেউ জনসমক্ষে নৃত্য করতে না পেরে তাঁদের হৃদয়ে নৃত্য করেন। দেবাদিদেব মহাদেব নারদকে জড়িয়ে ধরে প্রেমে গদগদ স্বরে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে শুরু করেন। শিবকে এইভাবে নারদের সঙ্গে নাচতে দেখে, ব্রহ্মাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বলেন, "হরি বোল! হরি বোল!" দেবরাজ ইন্দ্রও মহাপ্রেমে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে "হরি বোল! হরি বোল!" বলে নাচতে থাকেন। এইভাবে ভগবানের দিব্য নামের প্রভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, "এইভাবে যখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আনন্দে মগ্ন হয়, তখন আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়। আমি তাই শ্রীল রূপ গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করি যে, এই হরিনাম সংকীর্তন যেন এইভাবে বিস্তার লাভ করতে থাকে।"

ব্রহ্মা হচ্ছেন নারদ মুনির গুরুদেব। নারদ মুনি শ্রীল ব্যাসদেবের গুরুদেব এবং ব্যাসদেব মধ্বাচার্যের গুরুদেব। এইভাবে গৌড়ীয় মধ্ব-সম্প্রদায় নারদ মুনির পরম্পরা। এই সম্প্রদায়ের ভক্তদের, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করে **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে** কীর্তন করা উচিত। তাঁদের কর্তব্য পৃথিবীর সর্বত্র গিয়ে এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে, এবং *ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত* ও *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* শিক্ষা প্রদান করে বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করা।

তা হলে পরমেশ্বর ভগবান প্রসন্ন হবেন। কেউ যদি নারদ মুনির উপদেশ যথাযথভাবে পালন করেন, তা হলে তিনি পারমার্থিক উন্নতি লাভ করবেন। কেউ যদি নারদ মুনির প্রসন্নতা বিধান করেন, তা হলে ভগবান হৃষীকেশও তাঁর প্রতি প্রসন্ন হবেন (*যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদঃ*)। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন নারদ মুনির প্রতিনিধি; নারদ মুনির উপদেশ এবং প্রকট গুরুর উপদেশে কোন পার্থক্য নেই। নারদ মুনি এবং বর্তমান গুরুদেব উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাই উপদেশ দেন, যা তিনি *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৫-৬৬) বলেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"তুমি আমাতে চিত্ত স্থির কর এবং আমার ভক্ত হও। আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এই জন্য আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে, এইভাবে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে। সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।"

শ্লোক ২৩

নাশং নিশম্য পুত্রাণাং নারদাচ্ছীলশালিনাম্ ।
অন্বতপ্যত কঃ শোচন্ সুপ্রজস্ত্বং শুচাং পদম্ ॥ ২৩ ॥

নাশম্—ক্ষতি; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **পুত্রাণাম্**—তাঁর পুত্রদের; **নারদাৎ**—নারদ মুনি থেকে; **শীল-শালিনাম্**—যাঁরা ছিল সুশীল ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; **অন্বতপ্যত**—কষ্ট পেয়েছিল; **কঃ**—প্রজাপতি দক্ষ; **শোচন্**—শোক করে; **সুপ্রজস্ত্বম্**—দশ হাজার সুশীল পুত্রের; **শুচাম্**—শোকের; **পদম্**—স্থিতি।

অনুবাদ

প্রজাপতি দক্ষের পুত্র হর্যশ্বেরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত সুশীল এবং সংস্কৃতি-সম্পন্ন পুত্র, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, নারদ মুনির উপদেশে তাঁরা তাঁদের পিতার আদেশের

প্রতি বিমুখ হন। দক্ষ যখন সেই সংবাদ পান, যা নারদ মুনিই তাঁর কাছে বহন করে এনেছিলেন, তখন তিনি শোক করতে শুরু করেন। এই প্রকার সুসন্তানদের পিতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁদের সকলকে হারিয়ে ছিলেন। অবশ্য এটি শোচনীয় বিষয়ই ছিল।

তাৎপর্য

প্রজাপতি দক্ষের পুত্র হর্যশ্বেরা অবশ্যই অত্যন্ত সুশীল, শিক্ষিত এবং উন্নত ছিলেন, এবং তাঁদের পিতার আদেশ অনুসারে তাঁদের বংশবৃদ্ধির জন্য সুসন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু নারদ মুনি তাঁদের সৎ আচরণ এবং সংস্কৃতির সুযোগ নিয়ে তাঁদের জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত না হয়ে জড় বন্ধন সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে তাঁদের সংস্কৃতি এবং জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করার উপদেশ দিয়েছিলেন। হর্যশ্বেরা নারদ মুনির আদেশ পালন করেছিলেন, কিন্তু সেই সংবাদ যখন তাঁদের পিতা প্রজাপতি দক্ষকে দেওয়া হয়, তখন তিনি নারদ মুনির এই আচরণের ফলে সুখী না হয়ে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলেন। তেমনই, আমরা যত সম্ভব যুবক-যুবতীদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি যাতে তাদের পরম মঙ্গল লাভ হয়, কিন্তু যারা এই আন্দোলনে যোগদান করছে তাদের পিতা-মাতারা অত্যন্ত দুঃখিত হচ্ছেন, শোক করছেন এবং আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছেন। প্রজাপতি দক্ষ অবশ্য নারদ মুনির বিরুদ্ধে কোন রকম অপপ্রচার করেননি, কিন্তু পরে আমরা দেখতে পাব, দক্ষ নারদ মুনিকে তাঁর কল্যাণকর কার্যের জন্য অভিশাপ দিয়েছিলেন। জড়-জাগতিক জীবন এমনই। বিষয়াসক্ত পিতা-মাতা চান যে, তাঁদের সন্তানেরাও সন্তান উৎপাদন করুক, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করুক এবং জড়-জাগতিক জীবনে দুঃখভোগ করতে থাকুক। তাঁদের ছেলে-মেয়েরা যখন খারাপ হয়ে যায়, সমাজের আবর্জনায় পরিণত হয়, তখন তাঁরা অসুখী হন না, কিন্তু যখন তারা তাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করে, তখন তাঁরা শোক করেন। অনাদি কাল ধরে পিতামাতা এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মধ্যে এই শত্রুতা চলে আসছে। এমন কি সেই জন্য নারদ মুনিও অভিশাপ লাভ করেন, অন্যদের কি আর কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও নারদ মুনি কখনও তাঁর এই প্রচারকার্য ত্যাগ করেননি। যথাসম্ভব বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য তিনি তাঁর বীণা বাজিয়ে **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে** কীর্তন করে চলেছেন।

শ্লোক ২৪

স ভূয়ঃ পাঞ্চজন্যায়ামজেন পরিসান্ত্বিতঃ ।
পুত্রানজনয়দ্ দক্ষঃ সবলাশ্বান্ সহস্রিণঃ ॥ ২৪ ॥

সঃ—প্রজাপতি দক্ষ; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **পাঞ্চজন্যায়াম্**—তাঁর পত্নী অসিক্নী বা পাঞ্চজনীর গর্ভে; **অজেন**—ব্রহ্মার দ্বারা; **পরিসান্ত্বিতঃ**—সান্ত্বনা লাভ করে; **পুত্রান্**—পুত্র; **অজনয়ৎ**—উৎপাদন করেছিলেন; **দক্ষঃ**—প্রজাপতি দক্ষ; **সবলাশ্বান্**—সবলাশ্ব নামক; **সহস্রিণঃ**—এক হাজার।

অনুবাদ

প্রজাপতি দক্ষ যখন তাঁর পুত্রদের হারিয়ে শোক করছিলেন, তখন ব্রহ্মা তাঁকে উপদেশ দিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। তারপর দক্ষ তাঁর পত্নী পাঞ্চজনীর গর্ভে আরও এক হাজার পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁর এই পুত্রেরা সবলাশ্ব নামে পরিচিত ছিলেন।

তাৎপর্য

প্রজাপতি দক্ষ সন্তান উৎপাদনে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন বলে তাঁর সেই নামকরণ হয়েছিল। প্রথমে তিনি তাঁর পত্নীর গর্ভে দশ হাজার পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, এবং সেই পুত্রদের হারানোর পর তাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে গেলে, তিনি সবলাশ্ব নামক আরও এক হাজার পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। প্রজাপতি দক্ষ পুত্র উৎপাদনে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন, এবং নারদ মুনি ছিলেন সমস্ত বদ্ধ জীবদের ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে দক্ষ। তাই জড়-জাগতিক দক্ষ ব্যক্তিরা আধ্যাত্মিক দক্ষপুরুষ নারদ মুনির সঙ্গে এক মত হতে পারেন না, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নারদ মুনি তাঁর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের কার্য থেকে বিরত হবেন।

শ্লোক ২৫

তে চ পিত্রা সমাদিষ্টাঃ প্রজাসর্গে ধৃতব্রতাঃ ।
নারায়ণসরো জগ্মুর্যত্র সিদ্ধাঃ স্বপূর্বজাঃ ॥ ২৫ ॥

তে—সেই পুত্রেরা (সবলাশ্বরা); **চ**—এবং; **পিত্রা**—তাঁদের পিতার দ্বারা; **সমাদিষ্টাঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **প্রজা-সর্গে**—প্রজা বা জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে; **ধৃত-**

ব্রতাঃ—ব্রত গ্রহণ করে; **নারায়ণ-সরঃ**—নারায়ণসর নামক পবিত্র সরোবরে; **জগ্মুঃ**—গিয়েছিলেন; **যত্র**—যেখানে; **সিদ্ধা**—সিদ্ধ; **স্বপূর্বজাঃ**—তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা, যাঁরা পূর্বে সেখানে গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

তাঁদের পিতার আদেশ অনুসারে সন্তান উৎপাদনের জন্য সবলাশ্বেরাও নারায়ণ সরোবরে গিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা নারদ মুনির উপদেশ পালন করে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তপস্যা করার দৃঢ়ব্রত ধারণ করে সবলাশ্বেরা সেই তীর্থে অবস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রজাপতি দক্ষ তাঁর পুত্রদের দ্বিতীয় দলটিকে সেই একই স্থানে পাঠিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর পূর্ববর্তী পুত্রেরা সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। নারদ মুনির উপদেশের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তিনি তাঁদের সেই স্থানে পাঠাতে দ্বিধা করেননি। বৈদিক সংস্কৃতিতে সন্তান উৎপাদনের জন্য গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করার পূর্বে ব্রহ্মচারীরূপে আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান লাভের শিক্ষা গ্রহণের প্রথা রয়েছে। এটিই হচ্ছে বৈদিক ব্যবস্থা। তাই প্রজাপতি দক্ষ তাঁর পুত্রদের দ্বিতীয় দলটিকেও, নারদ মুনির উপদেশে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের মতো বুদ্ধিমান হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের শিক্ষা লাভের জন্য পাঠিয়েছিলেন। একজন কর্তব্য-পরায়ণ পিতারূপে তাঁর পুত্রদের জীবনের পরম সিদ্ধি লাভের উপদেশ প্রাপ্ত হতে তিনি ইতস্তত করেননি। তাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন, না এই জড় জগতে বিভিন্ন যোনিতে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করবেন, তা বিবেচনা করার ভার তিনি তাঁদের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। সর্ব অবস্থাতেই পিতার কর্তব্য হচ্ছে তাঁর পুত্রদের সাংস্কৃতিক শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করা, যারা পরে নিজেরাই স্থির করবে তারা কোন্ পথ অবলম্বন করবে। যে সমস্ত ছেলে-মেয়েরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সংস্পর্শে সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন করছে, তাদের বাধা দেওয়া দায়িত্বশীল পিতাদের উচিত নয়। সেটি পিতার কর্তব্য নয়। পিতার কর্তব্য হচ্ছে পুত্রদের স্বাধীনতা প্রদান করা যাতে তারা শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসরণ করে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করার পর নিজেরাই তাদের ভবিষ্যৎ মার্গ বেছে নিতে পারে।

শ্লোক ২৬

তদুপস্পর্শনাদেব বিনির্ধূতমলাশয়াঃ ।
জপন্তো ব্রহ্ম পরমং তেপুস্তত্র মহৎ তপঃ ॥ ২৬ ॥

তৎ—সেই পবিত্র তীর্থের; **উপস্পর্শনাৎ**—জলে নিয়মিত স্নান করে; **এব**—বস্তুত; **বিনির্ধূত**—পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে; **মলাশয়াঃ**—হৃদয়ের সমস্ত কলুষ থেকে; **জপন্তঃ**—জপ করে; **ব্রহ্ম**—ওঁ দিয়ে শুরু হয় যে মন্ত্র (যেমন, *ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ*); **পরমম্**—পরম উদ্দেশ্য; **তেপুঃ**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **তত্র**—সেখানে; **মহৎ**—মহান; **তপঃ**—তপস্যা।

অনুবাদ

দক্ষের দ্বিতীয় সন্তানের দলটি নারায়ণ সরোবরে তাঁদের অগ্রজদের মতই তপস্যা করেছিলেন। তাঁরা পবিত্র তীর্থের জলে স্নান করে হৃদয়ের সমস্ত জড় বাসনারূপ কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তাঁরা ওঁকার সমন্বিত মন্ত্র জপ করে কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রত্যেক বৈদিক মন্ত্রকেই বলা হয় ব্রহ্ম, কারণ প্রতিটি মন্ত্রই শুরু হয় ব্রহ্মাক্ষর ওঁকার দিয়ে। যেমন, *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।* *ভগবদ্গীতায়* (৭/৮) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *প্রণবঃ সর্ববেদেষু*—"সমস্ত বৈদিক মন্ত্রে আমি প্রণব বা ওঁ-কার।" এইভাবে ওঁ-কার সমন্বিত বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের নাম। তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদি কেউ ওঁ-কার জপ করে অথবা কৃষ্ণ নামের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে, তার অর্থ একই। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই যুগে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন (*হরের্নামৈব কেবলম্*)। যদিও হরেকৃষ্ণ মন্ত্র এবং ওঁ-কার সমন্বিত বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তবু এই যুগের আধ্যাত্মিক আন্দোলনের নেতা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্র কীর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ২৭-২৮

অভক্ষাঃ কতিচিন্মাসান্ কতিচিদ্ বায়ুভোজনাঃ ।
আরাধয়ন্ মন্ত্রমিমমভ্যস্যন্ত ইড়স্পতিম্ ॥ ২৭ ॥

ওঁ নমো নারায়ণায় পুরুষায় মহাত্মনে ।
বিশুদ্ধসত্ত্বধিষ্ণ্যায় মহাহংসায় ধীমহি ॥ ২৮ ॥

অপ্-ভক্ষাঃ—কেবল জল পান করে; **কতিচিৎ মাসান্**—কয়েক মাস; **কতিচিৎ**—কয়েক; **বায়ু-ভোজনাঃ**—কেবল শ্বাস গ্রহণ করে বা বায়ু ভক্ষণ করে; **আরাধয়ন্**—আরাধনা করেছিলেন; **মন্ত্রম্ ইমম্**—এই মন্ত্র যা নারায়ণ থেকে অভিন্ন; **অভ্যস্যন্তঃ**—অভ্যাস করে; **ইড়ঃ-পতিম্**—সমস্ত মন্ত্রের ঈশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **ওঁ**—হে ভগবান; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **নারায়ণায়**—শ্রীনারায়ণকে; **পুরুষায়**—পরম পুরুষকে; **মহা-আত্মনে**—পরমাত্মাকে; **বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-ধিষ্ণ্যায়**—যিনি সর্বদা তাঁর চিন্ময় ধামে বিরাজ করেন; **মহা-হংসায়**—মহাহংস-স্বরূপ ভগবান; **ধীমহি**—আমি সর্বদা নিবেদন করি।

অনুবাদ

প্রজাপতি দক্ষের পুত্রেরা কয়েক মাস কেবল জল পান এবং বায়ু ভক্ষণ করেছিলেন। এইভাবে কঠোর তপস্যা করে তাঁরা এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করেছিলেন "ওঁ নমো নারায়ণায় পুরুষায় মহাত্মনে / বিশুদ্ধসত্ত্বধিষ্ণ্যায় মহাহংসায় ধীমহি [আমরা পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি সর্বদা তাঁর চিন্ময় ধামে বিরাজ করেন। যেহেতু তিনি পরম পুরুষ (পরমহংস), তাই আমরা তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।]"

তাৎপর্য

এই শ্লোকগুলি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, মহামন্ত্র বা বৈদিক মন্ত্র কঠোর তপস্যা সহকারে জপ করা উচিত। কলিযুগে মাসের পর মাস কেবল জল পান করে অথবা বায়ু ভক্ষণ করে থাকার মতো তপস্যা করা সম্ভব নয়। সেই প্রকার তপস্যার পন্থা অনুকরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু অন্ততপক্ষে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, নেশা এবং জুয়াখেলা—এই চারটি অবৈধ কর্ম বর্জনের তপস্যা করা অবশ্য কর্তব্য। এই তপস্যা যে কেউ অনায়াসে করতে পারে এবং তা হলে অচিরেই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কার্যকরী হবে। তপস্যার পন্থা কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নয়। যদি সম্ভব হয়, তা হলে গঙ্গা অথবা যমুনার জলে স্নান করা উচিত। আর গঙ্গা-যমুনার জলে স্নান করা সম্ভব না হলে, সমুদ্রের জলে স্নান করা যেতে পারে। এটিও তপস্যার একটি অঙ্গ। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই বৃন্দাবন এবং মায়াপুরে দুটি বিশাল কেন্দ্র স্থাপন করেছে। সেখানে যে-কেউ গঙ্গা অথবা যমুনায় স্নান করতে পারে এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ২৯

ইতি তানপি রাজেন্দ্র প্রজাসর্গধিয়ো মুনিঃ ।
উপেত্য নারদঃ প্রাহ বাচঃ কূটানি পূর্ববৎ ॥ ২৯ ॥

ইতি—এইভাবে; **তান্**—তাঁরা (সবলাশ্ব নামক প্রজাপতি দক্ষের পুত্রগণ); **অপি**—ও; **রাজেন্দ্র**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **প্রজাসর্গধিয়ঃ**—যাঁরা মনে করেছিলেন, সন্তান উৎপাদন করাই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য; **মুনিঃ**—মহর্ষি; **উপেত্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **নারদঃ**—নারদ; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **বাচঃ**—বাক্য; **কূটানি**—নিগূঢ় অর্থ সমন্বিত; **পূর্ববৎ**—পূর্বের মতো।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, নারদ মুনি প্রজাসৃষ্টি কামনায় তপস্যারত দক্ষ-পুত্রদের কাছে এসে, পূর্বে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের যেভাবে গূঢ় অর্থ সমন্বিত উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই উপদেশ তাঁদেরও দিলেন।

শ্লোক ৩০

দাক্ষায়ণাঃ সংশৃণুত গদতো নিগমং মম ।
অন্বিচ্ছতানুপদবীং ভ্রাতৃণাং ভ্রাতৃবৎসলাঃ ॥ ৩০ ॥

দাক্ষায়ণাঃ—হে প্রজাপতি দক্ষের পুত্রগণ; **সংশৃণুত**—মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর; **গদতঃ**—যা আমি বলছি; **নিগমম্**—উপদেশ; **মম**—আমার; **অন্বিচ্ছত**—অনুসরণ কর; **অনুপদবীম্**—পথ; **ভ্রাতৃণাম্**—তোমাদের ভ্রাতাদের; **ভ্রাতৃবৎসলাঃ**—ভ্রাতাদের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণ।

অনুবাদ

হে দক্ষপুত্রগণ, তোমরা মনোযোগ সহকারে আমার উপদেশ শ্রবণ কর। তোমরা সকলেই তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হর্যশ্বদের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণ, অতএব তাদের মার্গ অনুসরণ করাই তোমাদের কর্তব্য।

তাৎপর্য

নারদ মুনি প্রজাপতি দক্ষের পুত্রদের দ্বিতীয় দলটিকে তাঁদের ভ্রাতাদের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ জাগরিত করার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি তাঁদের

বলেছিলেন, তাঁরা যদি ভ্রাতৃবৎসল হন, তা হলে তাঁদের ভ্রাতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই তাঁদের কর্তব্য হবে। আত্মীয়তার বন্ধন অত্যন্ত প্রবল এবং নারদ মুনি সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে হর্যশ্বদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। সাধারণত *নিগম* শব্দটির অর্থে *বেদকে* বোঝায়, কিন্তু এখানে *নিগম* শব্দটির অর্থ বৈদিক উপদেশ। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, *নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্*—বৈদিক উপদেশগুলি একটি কল্পবৃক্ষের মতো এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে তার সুপক্ক ফল। নারদ মুনি সেই ফলটি বিতরণ করেন, এবং তাই তিনি অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানব-সমাজের হিতসাধনের জন্য, শ্রীল ব্যাসদেবকে এই *মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত* রচনা করার উপদেশ দিয়েছিলেন।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে ।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥

"জীবের জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা, যা তার কাছে অনর্থ, ভক্তিযোগের মাধ্যমে অচিরেই তার উপশম হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা জানে না এবং তাই মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব পরমতত্ত্ব সমন্বিত এই সাত্বত-সংহিতা সংকলন করেছেন।" (*ভাগবত* ১/৭/৬) মানুষ দুঃখকষ্ট ভোগ করছে, কারণ অজ্ঞানতাবশত তারা সুখভোগের আশায় এক ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করছে। তাকে বলা হয় *অনর্থ*। এই সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপের ফলে তারা কখনও সুখী হতে পারবে না, এবং তাই নারদ মুনি শ্রীল ব্যাসদেবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন *শ্রীমদ্ভাগবতের* উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ করতে। ব্যাসদেব যথাযথভাবে নারদ মুনির উপদেশ অনুসরণ করেছিলেন এবং তার ফলে এই *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনা হয়। *শ্রীমদ্ভাগবত* সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদিক উপদেশ। *গলিতং ফলম্*—বেদের সুপক্ক ফল হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবত* ।

শ্লোক ৩১

ভ্রাতৃণাং প্রায়ণং ভ্রাতা যোঽনুতিষ্ঠতি ধর্মবিৎ ।
স পুণ্যবন্ধুঃ পুরুষো মরুদ্ভিঃ সহ মোদতে ॥ ৩১ ॥

ভ্রাতৃণাম্—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের; **প্রায়ণম্**—পন্থা; **ভ্রাতা**—শ্রদ্ধাপরায়ণ ভ্রাতা; **যঃ**—যিনি; **অনুতিষ্ঠতি**—অনুসরণ করেন; **ধর্মবিৎ**—ধর্মজ্ঞ; **সঃ**—সেই; **পুণ্য-বন্ধুঃ**—অতি পুণ্যবান দেবতাগণ; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **মরুদ্ভিঃ**—বায়ুর দেবতাগণ; **সহ**—সঙ্গে; **মোদতে**—জীবন উপভোগ করেন।

অনুবাদ

যে ভ্রাতা ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত, তিনি তাঁর অগ্রজদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। অতি উন্নত সেই সমস্ত পুণ্যবান ভ্রাতারা মরুৎ ইত্যাদি ভ্রাতৃবৎসল দেবতাদের সঙ্গে জীবন উপভোগ করার সুযোগ পান।

তাৎপর্য

মানুষ বিভিন্ন প্রকার জড় সম্পর্কের প্রতি বিশ্বাসের ফলে বিভিন্ন লোকে উন্নীত হন। এখানে বলা হয়েছে যে, যাঁরা তাঁদের ভ্রাতাদের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ, তাঁদের কর্তব্য তাঁদের অগ্রজদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করা এবং তার ফলে তাঁরা মরুদ্-লোকে উন্নীত হবেন। নারদ মুনি প্রজাপতি দক্ষের পুত্রদের দ্বিতীয় দলটিকে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা যেন তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চিৎ-জগতে উন্নীত হন।

শ্লোক ৩২

এতাবদুক্ত্বা প্রযযৌ নারদোঽমোঘদর্শনঃ ।
তেঽপি চান্বগমন্ মার্গং ভ্রাতৃণামেব মারিষ ॥ ৩২ ॥

এতাবৎ—এতখানি; **উক্ত্বা**—বলে; **প্রযযৌ**—সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন; **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **অমোঘ-দর্শনঃ**—যাঁর দৃষ্টিপাত সর্বমঙ্গলময়; **তে**—তাঁরা; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **অন্বগমন্**—অনুসরণ করেছিলেন; **মার্গম্**—পথ; **ভ্রাতৃণাম্**—তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের; **এব**—বস্তুত; **মারিষ**—হে আর্য রাজন্।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে আর্য, যাঁর দর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না, সেই নারদ মুনি প্রজাপতি দক্ষের পুত্রদের এই উপদেশ দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন। দক্ষের পুত্ররা তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। সন্তান উৎপাদনের চেষ্টা না করে তাঁরা কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৩

সপ্রাচীনং প্রতীচীনং পরস্যানুপথং গতাঃ ।
নাদ্যাপি তে নিবর্তন্তে পশ্চিমা যামিনীরিব ॥ ৩৩ ॥

সধ্রীচীনম্—সর্বতোভাবে সমীচীন; **প্রতীচীনম্**—জীবনের চরম উদ্দেশ্য, ভগবদ্ভক্তি অবলম্বনের দ্বারা লভ্য; **পরস্য**—ভগবানের; **অনুপথম্**—পথ; **গতাঃ**—গ্রহণ করে; **ন**—না; **অদ্য অপি**—আজ পর্যন্ত; **তে**—তাঁরা (প্রজাপতি দক্ষের পুত্রগণ); **নিবর্তন্তে**—ফিরে এসেছে; **পশ্চিমাঃ**—পশ্চিম (অতীত); **যামিনীঃ**—রাত্রি; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

সবলাশ্বরা ভগবদ্ভক্তির দ্বারা অথবা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার দ্বারা লভ্য সর্বতোভাবে সমীচীন পথ অবলম্বন করেছিলেন। তাই পশ্চিম দিকে চলে গেছে যে রাত্রি, তার মতো তাঁরা আজও ফিরে আসেননি।

শ্লোক ৩৪

এতস্মিন্ কাল উৎপাতান্ বহূন্ পশ্যন্ প্রজাপতিঃ ।
পূর্ববন্নারদকৃতং পুত্রনাশমুপাশৃণোৎ ॥ ৩৪ ॥

এতস্মিন্—এই; **কালে**—সময়; **উৎপাতান্**—অমঙ্গল; **বহূন্**—বহু; **পশ্যন্**—দর্শন করে; **প্রজাপতিঃ**—প্রজাপতি দক্ষ; **পূর্ববৎ**—পূর্বের মতো; **নারদ**—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; **কৃতম্**—করে; **পুত্র-নাশম্**—পুত্রদের বিনাশ; **উপাশৃণোৎ**—শ্রবণ করেছিলেন।

অনুবাদ

এই সময়ে প্রজাপতি দক্ষ বহু অমঙ্গল চিহ্ন দর্শন করেছিলেন এবং তিনি শ্রবণ করেছিলেন যে, সবলাশ্ব নামক তাঁর পুত্রদের দ্বিতীয় দলটিও নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

শ্লোক ৩৫

চুক্রোধ নারদায়াসৌ পুত্রশোকবিমূর্চ্ছিতঃ ।
দেবর্ষিমুপলভ্যাহ রোষাদ্বিস্ফুরিতাধরঃ ॥ ৩৫ ॥

চুক্রোধ—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন; **নারদায়**—দেবর্ষি নারদের প্রতি; **অসৌ**—তিনি (দক্ষ); **পুত্রশোক**—পুত্রদের হারানোর শোকে; **বিমূর্চ্ছিতঃ**—মূর্ছিত হয়ে; **দেবর্ষিম্**—দেবর্ষি নারদ; **উপলভ্য**—দর্শন করে; **আহ**—তিনি বলেছিলেন; **রোষাৎ**—অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে; **বিস্ফুরিত**—কম্পিত; **অধরঃ**—ঠোঁট।

অনুবাদ

দক্ষ যখন শুনলেন যে, সবলাশ্বরাও ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে এই পৃথিবী ত্যাগ করেছেন, তখন তিনি নারদ মুনির প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং শোকে মূর্ছিতপ্রায় হয়েছিলেন। নারদ মুনির সঙ্গে যখন দক্ষের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন ক্রোধে দক্ষের অধর কম্পিত হয়েছিল এবং তিনি তাঁকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন যে, প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ থেকে শুরু করে স্বায়ম্ভুব মনুর সমগ্র পরিবারকে নারদ মুনি উদ্ধার করেছিলেন। তিনি উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবকে উদ্ধার করেছিলেন এবং সকাম কর্মে রত প্রাচীনবর্হিকেও উদ্ধার করেছিলেন। তিনি কেবল প্রজাপতি দক্ষকে উদ্ধার করতে পারেননি। প্রজাপতি দক্ষ নারদ মুনিকে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত দেখেছিলেন, কারণ নারদ মুনি তাঁকে উদ্ধার করার জন্য স্বয়ং এসেছিলেন। নারদ মুনি প্রজাপতি দক্ষের শোকাচ্ছন্ন অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, কারণ শোকাচ্ছন্ন অবস্থা ভক্তিযোগ গ্রহণ করার অনুকূল সময়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৬) বলা হয়েছে, চার প্রকার মানুষ ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করার চেষ্টা করেন, তাঁরা হচ্ছেন—আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী। প্রজাপতি দক্ষ তাঁর পুত্রদের হারিয়ে অত্যন্ত আর্ত হয়েছিলেন এবং তাই নারদ মুনি সেই সুযোগে তাঁকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৬

শ্রীদক্ষ উবাচ

অহো অসাধো সাধূনাং সাধুলিঙ্গেন নস্ত্বয়া ।
অসাধ্বকার্যর্ভকাণাং ভিক্ষোর্মার্গঃ প্রদর্শিতঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রী-দক্ষঃ উবাচ—প্রজাপতি দক্ষ বললেন; **অহো অসাধো**—হে অসাধু; **সাধূনাম্**—ভক্ত এবং মহাত্মাদের সমাজে; **সাধু-লিঙ্গেন**—সাধুর বেশ ধারণ করে; **নঃ**—আমাদের; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অসাধু**—অসৎ আচরণ; **অকারি**—করা হয়েছে; **অর্ভকাণাম্**—অনভিজ্ঞ বালকদের; **ভিক্ষোঃ মার্গঃ**—ভিক্ষুক অথবা সন্ন্যাসীদের মার্গ; **প্রদর্শিতঃ**—প্রদর্শন করা হয়েছে।

অনুবাদ

প্রজাপতি দক্ষ বললেন—হায়, নারদ মুনি, আপনি কেবল সাধুর বেশই ধারণ করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি সাধু নন। আমি গৃহস্থ আশ্রমে থাকলেও আমিই সাধু। আমার পুত্রদের ত্যাগের পথ প্রদর্শন করে আপনি অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—*সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়* (*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য* ১২/৫১)। সমাজে অনেক সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ এবং ব্রহ্মচারী রয়েছেন। আবার সকলেই যদি তাঁদের কর্তব্য অনুসারে যথাযথভাবে জীবন যাপন করেন, তা হলে তাঁদের সাধু বলে বুঝতে হবে। প্রজাপতি দক্ষ অবশ্যই ছিলেন একজন সাধু, কারণ তিনি এমন কঠোর তপস্যা করেছিলেন যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ছিদ্র অন্বেষণের প্রবৃত্তি ছিল। নারদ মুনি তাঁর অভিপ্রায় ব্যর্থ করেছিলেন বলে, তিনি অন্যায়ভাবে নারদ মুনিকে একজন অসাধু বলে মনে করেছিলেন। যথাযথভাবে জ্ঞান লাভ করে গৃহস্থ হওয়ার শিক্ষা দান করার জন্য দক্ষ তাঁর পুত্রদের নারায়ণ সরোবরে তপস্যা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু নারদ মুনি তাঁদের অতি উন্নত স্তরের তপস্যা দর্শন করে, তাঁদের বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। নারদ মুনি এবং তাঁর অনুগামীদের এটিই হচ্ছে কর্তব্য। এই জড় জগৎ ত্যাগ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পন্থা সকলকে প্রদর্শন করাই তাঁদের কর্তব্য। প্রজাপতি দক্ষ কিন্তু তাঁর পুত্রদের সম্বন্ধে নারদ মুনি যে মহান কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন, তা দেখেননি। নারদ মুনির আচরণের প্রশংসা করার পরিবর্তে দক্ষ তাঁকে অসাধু বলে দোষারোপ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে *ভিক্ষোর্মার্গ,* 'সন্ন্যাস আশ্রমের মার্গ' শব্দগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সন্ন্যাসীকে বলা হয় ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু, কারণ তাঁর কর্তব্য হচ্ছে গৃহস্থদের গৃহে গিয়ে ভিক্ষা সংগ্রহ করা এবং গৃহস্থদের আধ্যাত্মিক উপদেশ প্রদান করা। সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা করতে পারেন, কিন্তু গৃহস্থরা তা পারেন না। গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে চতুর্বর্ণ অনুসারে জীবিকা উপার্জন করা। ব্রাহ্মণ-গৃহস্থ শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে পাণ্ডিত্য অর্জন করে, সাধারণ মানুষকে ভগবানের আরাধনার পন্থা প্রদর্শনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। তিনি নিজেও পূজা করার বৃত্তি অবলম্বন করতে পারেন। তাই বলা হয় যে, ব্রাহ্মণেরাই কেবল শ্রীবিগ্রহের পূজা করতে পারেন এবং

শ্রীবিগ্রহকে নিবেদিত ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করতে পারেন। ব্রাহ্মণেরা যদিও কখনও কখনও দান গ্রহণ করেন, কিন্তু তা নিজেদের ভরণ-পোষণের জন্য নয়, ভগবানের পূজার জন্য। এইভাবে ব্রাহ্মণেরা তাঁদের ভবিষ্যতের জন্য কোন কিছু সঞ্চয় করেন না। তেমনই, ক্ষত্রিয়রা প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতে পারেন এবং তাই তাঁদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রজাদের রক্ষা করা, আইন বলবৎ করা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। বৈশ্যদের কর্তব্য হচ্ছে কৃষিকার্য ও গোরক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা, এবং শূদ্রদের কর্তব্য হচ্ছে তিনটি উচ্চ বর্ণের সেবা করার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা। ব্রাহ্মণ না হলে সন্ন্যাস গ্রহণ করা যায় না। সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করতে পারেন, কিন্তু গৃহস্থরা তা পারেন না।

প্রজাপতি দক্ষ নারদ মুনির নিন্দা করেছিলেন, কারণ ব্রহ্মচারী নারদ দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা না করে, দক্ষ তাঁর যে পুত্রদের গৃহস্থ হওয়ার শিক্ষা দান করছিলেন, তাঁদের সন্ন্যাসীতে পরিণত করেছেন। দক্ষ নারদ মুনির প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, নারদ মুনি তাঁর প্রতি এক মহা অন্যায় করেছেন। দক্ষের মতে, নারদ মুনি তাঁর অনভিজ্ঞ এবং সরল পুত্রদের বিপথে পরিচালিত করে সন্ন্যাসমার্গ প্রদর্শন করেছেন। এই সমস্ত কারণে প্রজাপতি দক্ষ নারদ মুনিকে অসাধু বলে নিন্দা করে বলেছেন যে, তাঁর পক্ষে সাধুর বেশ পরিধান করা উচিত হয়নি।

কখনও কখনও গৃহস্থরা সাধুদের ভুল বোঝেন, বিশেষ করে যখন সেই সাধু তাঁদের অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে বলেন। সাধারণত গৃহস্থরা মনে করেন যে, গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ না করলে যথাযথভাবে সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করা যায় না। কোন যুবক যদি নারদ মুনি অথবা তাঁর শিষ্য পরম্পরায় কোন সদস্যের উপদেশ অনুসারে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, তা হলে তাঁর পিতা-মাতারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। সেই ঘটনা আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে ঘটছে, কারণ আমরা পাশ্চাত্যের অল্পবয়সী ছেলেদের ত্যাগের পথ অবলম্বন করার উপদেশ দিচ্ছি। আমরা গৃহস্থ আশ্রম অনুমোদন করি, কিন্তু গৃহস্থেরাও ত্যাগের পথ অবলম্বন করেন। গৃহস্থকেও অনেক বদ্ অভ্যাস ত্যাগ করতে হয়, যার ফলে তাঁর পিতা-মাতা মনে করেন তাঁর জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেছে। আমরা আমিষ আহার, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া এবং নেশা অনুমোদন করি না। তার ফলে পিতা-মাতারা মনে করেন যে, এত নিষেধের জীবন কি করে সুখের হতে পারে। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে এই চারটি নিষিদ্ধ কর্মের ভিত্তিতেই আধুনিক মানুষের জীবন প্রতিষ্ঠিত। তাই পিতা-মাতারা আমাদের

এই আন্দোলনকে পছন্দ করেন না। প্রজাপতি দক্ষ যেমন নারদের কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে অসাধু বলে গালি দিয়েছিলেন, তেমনই পিতা-মাতারা আমাদের বিরুদ্ধেও নানা প্রকার অভিযোগ করেন। কিন্তু পিতা-মাতারা আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেও আমাদের কর্তব্য আমাদের করে যেতেই হবে। কারণ আমরা নারদ মুনিরই পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত।

গৃহস্থ আশ্রমে আসক্ত ব্যক্তিরা ভেবে পায় না, কিভাবে মৈথুনসুখ সমন্বিত গৃহস্থ-জীবন ত্যাগ করে সর্বত্যাগী কৃষ্ণভক্ত হওয়া সম্ভব। তারা জানে না যে, গৃহস্থ আশ্রমে মৈথুনসুখ ভোগের যে অনুমোদন, তা ত্যাগের জীবন অবলম্বন না করা হলে সংযত করা সম্ভব নয়। বৈদিক সভ্যতায় পঞ্চাশ বছর বয়স হলে, গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেটি বাধ্যতামূলক। কিন্তু, আধুনিক সভ্যতা যেহেতু দিক্‌ভ্রান্ত হয়েছে, তাই গৃহস্থরা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত গৃহে থাকতে চায় এবং তাই তারা এত দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। এই পরিস্থিতিতে, নারদ মুনির শিষ্যেরা যুবক সম্প্রদায়কে উপদেশ দেন এখনই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করতে। এতে কোনও ভুল নেই।

শ্লোক ৩৭

ঋণৈস্ত্রিভিরমুক্তানামমীমাংসিতকর্মণাম্ ।
বিঘাতঃ শ্রেয়সঃ পাপ লোকয়োরুভয়োঃ কৃতঃ ॥ ৩৭ ॥

ঋণৈঃ—ঋণ থেকে; **ত্রিভিঃ**—তিনটি; **অমুক্তানাম্**—যারা মুক্ত নয়; **অমীমাংসিত**—বিবেচনা না করে; **কর্মণাম্**—কর্তব্যের পথ; **বিঘাতঃ**—সর্বনাশ; **শ্রেয়সঃ**—সৌভাগ্যের পথ; **পাপ**—হে পাপী (নারদ মুনি); **লোকয়োঃ**—গ্রহলোকের; **উভয়োঃ**—উভয়; **কৃতঃ**—করা হয়েছে।

অনুবাদ

প্রজাপতি দক্ষ বললেন—আমার পুত্রেরা ত্রিবিধ ঋণ থেকে মুক্ত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের কর্তব্য সম্বন্ধেও বিবেচনা করেনি। হে নারদ মুনি, হে মূর্তিমান পাপ, আপনি তাদের ইহলোক এবং পরলোকে মঙ্গল প্রাপ্তির বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন, কারণ তারা এখনও ঋষি, দেবতা এবং পিতৃদের কাছে ঋণী।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণের জন্ম হওয়া মাত্রই ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ—এই ত্রিবিধ ঋণে ঋণী হন। তাই ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ঋষিঋণ, যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ এবং সন্তান উৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হতে হয়। প্রজাপতি দক্ষ তাই যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, মুক্তি লাভের জন্য যদিও সন্ন্যাস আশ্রম নির্দেশিত হয়েছে, তবুও দেবতা, ঋষি এবং পিতৃদের ঋণ থেকে মুক্ত না হলে মুক্তি লাভ করা যায় না। যেহেতু দক্ষের পুত্রেরা এই তিনটি ঋণ থেকে মুক্ত হননি, তাই নারদ মুনি কিভাবে তাঁদের সন্ন্যাস আশ্রমে পরিচালিত করেছিলেন? এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রজাপতি দক্ষ শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত অবগত ছিলেন না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৪১) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

সকলেই দেবতা, জীবনিচয়, পরিবার, পিতা প্রভৃতির কাছে ঋণী। কিন্তু কেউ যখন সর্বতোভাবে মুকুন্দের শরণাগত হন, তখন যজ্ঞাদি কর্ম সম্পাদন না করলেও সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। পরমেশ্বর ভগবানের যে শ্রীপাদপদ্ম সকলের চরম আশ্রয়, কেউ যদি তাঁর জন্য এই জড় জগৎ ত্যাগ করেন, তখন তিনি কোনও ঋণ পরিশোধ না করলেও সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যান। সেটিই হচ্ছে শাস্ত্রের বাণী। তাই নারদ মুনি প্রজাপতি দক্ষের পুত্রদের জড় জগৎ ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করার যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাতে কোন অন্যায় হয়নি। দুর্ভাগ্যবশত হর্যশ্ব এবং সবলাশ্বদের পিতা প্রজাপতি দক্ষ বুঝতে পারেননি যে, নারদ মুনি তাঁর কি মহৎ উপকার করেছিলেন। দক্ষ তাই তাঁকে মূর্তিমান পাপ এবং অসাধু বলে গালি দিয়েছিলেন। নারদ মুনি একজন মহান বৈষ্ণবরূপে দক্ষের সমস্ত অপবাদ সহ্য করেছিলেন। তিনি প্রজাপতি দক্ষের পুত্রদের উদ্ধার করে ভগবদ্ধামে প্রেরণ করার মাধ্যমে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন মাত্র।

শ্লোক ৩৮

এবং ত্বং নিরনুক্রোশো বালানাং মতিভিদ্ধরেঃ ।
পার্ষদমধ্যে চরসি যশোহা নিরপত্রপঃ ॥ ৩৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **ত্বম্**—আপনি (নারদ); **নিরনুক্রোশঃ**—নির্দয়; **বালানাম্**—নিরীহ, অনভিজ্ঞ বালকদের; **মতি-ভিৎ**—বুদ্ধি কলুষিত করে; **হরেঃ**—ভগবানের; **পার্ষদ-মধ্যে**—পার্ষদদের মধ্যে; **চরসি**—বিচরণ করেন; **যশোহা**—ভগবানের যশ নাশ করে; **নিরপত্রপঃ**—নির্লজ্জভাবে (আপনি না জানলেও আপনি মহাপাপ করছেন)।

অনুবাদ

প্রজাপতি দক্ষ বললেন—এইভাবে আপনি জীবেদের প্রতি হিংসা করছেন, এবং তা সত্ত্বেও নিজেকে একজন ভগবৎ-পার্ষদ বলে দাবি করে আপনি ভগবানের যশ নাশ করছেন। আপনি অনভিজ্ঞ বালকদের চিত্তে অনর্থক সন্ন্যাসের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন এবং তাই আপনি নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুর। আপনি কিভাবে ভগবৎ-পার্ষদদের মধ্যে বিচরণ করতে পারেন?

তাৎপর্য

প্রজাপতি দক্ষের এই মনোভাব আজও বর্তমান রয়েছে। অল্পবয়সী ছেলেরা যখন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করে, তখন তাদের পিতা এবং তথাকথিত অভিভাবকেরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রবর্তকদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, কারণ তারা মনে করেন যে, তাঁদের পুত্রেরা ভোজন, পান এবং আনন্দের জীবন থেকে অনর্থক বঞ্চিত হচ্ছে। কর্মীরা মনে করে যে, ইহজীবনে এই জড় জগতে আনন্দ উপভোগ করে এবং সেই সঙ্গে কিছু পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করে তারা পরলোকে স্বর্গে উন্নীত হয়ে সুখভোগ করবে। যোগীরা, বিশেষ করে ভক্তিযোগীরা কিন্তু এই জড়-জাগতিক মনোভাবের প্রতি উদাসীন। তাঁরা স্বর্গলোকে উন্নীত হয়ে উন্নততর সুখভোগের প্রতি মোটেই আগ্রহী নন। সেই সম্বন্ধে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন, *কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে*—ভক্তের কাছে, ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার মুক্তি নরকতুল্য এবং স্বর্গসুখ আকাশ-কুসুমের মতো অবাস্তব। শুদ্ধ ভক্ত যোগসিদ্ধি, স্বর্গলোকে উন্নতি, এমন কি ব্রহ্মসাযুজ্যেও আগ্রহী নন। তিনি কেবল ভগবানের সেবাতেই আগ্রহী। প্রজাপতি দক্ষ যেহেতু ছিলেন একজন কর্মী, তাই নারদ মুনি তাঁর এগার হাজার পুত্রকে উদ্ধার করে যে তাঁর কি মহৎ উপকার করেছিলেন, তা বুঝতে পারেননি। পক্ষান্তরে, তিনি নারদ মুনিকে পাপী ও নির্লজ্জ বলে গালি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তিনি যদি ভগবানের সঙ্গ করেন, তা হলে তার ফলে ভগবানের অপযশ হবে। এইভাবে দক্ষ নারদ মুনির সমালোচনা করে বলেছিলেন, তিনি ভগবৎ পার্ষদ বলে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি ভগবানের চরণে অপরাধী।

শ্লোক ৩৯

ননু ভাগবতা নিত্যং ভূতানুগ্রহকাতরাঃ ।
ঋতে ত্বাং সৌহৃদঘ্নং বৈ বৈরঙ্করমবৈরিণাম্ ॥ ৩৯ ॥

ননু—এখন; **ভাগবতাঃ**—ভগবানের ভক্তগণ; **নিত্যম্**—নিত্য; **ভূত-অনুগ্রহ-কাতরাঃ**—বদ্ধ জীবদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে অত্যন্ত উৎসুক; **ঋতে**—ব্যতীত; **ত্বাম্**—আপনার; **সৌহৃদঘ্নম্**—বন্ধুত্ব ভঙ্গকারী (তাই ভাগবত বা ভগবানের ভক্তদের মধ্যে গণ্য নন); **বৈ**—বস্তুত; **বৈরঙ্করম্**—আপনি শত্রুতা সৃষ্টি করেন; **অবৈরিণাম্**—যারা শত্রুভাবাপন্ন নয় তাদের প্রতি।

অনুবাদ

আপনি ছাড়া ভগবানের অন্য সমস্ত ভক্তেরা বদ্ধ জীবদের প্রতি অত্যন্ত সদয় এবং তাদের মঙ্গল সাধনে অত্যন্ত উৎসুক। যদিও আপনি ভগবদ্ভক্তের বেশ পরিধান করেন, তবুও আপনার প্রতি যাঁরা শত্রুভাবাপন্ন নয়, তাদের সঙ্গেও আপনি শত্রুতা সৃষ্টি করেন। আপনি বন্ধুত্ব ভঙ্গকারী এবং বন্ধুদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টিকারী। ভক্ত হওয়ার ভান করে এই সমস্ত জঘন্য কার্য করতে আপনার লজ্জা হয় না?

তাৎপর্য

নারদ মুনির পরম্পরায় যাঁরা ভগবানের সেবা করেন, তাঁদের এই ধরনের সমালোচনা সহ্য করতে হয়। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা যুব-সমাজকে ভগবানের ভক্ত হয়ে, নিষ্ঠা সহকারে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ পালন করে, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু ভারতবর্ষে অথবা পাশ্চাত্য দেশগুলিতে, কোথাও আমাদের ভগবদ্ভক্তি প্রচারের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় বলে সমর্থন লাভ করছে না। বিদেশীদের, যাদের ম্লেচ্ছ এবং যবন বলে মনে করা হয়, তাদের ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত করছি বলে ভারতবর্ষের জাতি-ব্রাহ্মণেরা আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়েছে। আমরা তথাকথিত সেই সমস্ত ম্লেচ্ছ ও যবনদের বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং তপশ্চর্যা শিক্ষা দানের মাধ্যমে যথার্থ ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত করে দীক্ষার মাধ্যমে যজ্ঞোপবীত প্রদান করছি। তাই পাশ্চাত্য জগতে আমাদের এই কার্যকলাপের জন্য ভারতের জাত-ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। আর পাশ্চাত্যের যুবক সম্প্রদায় আমাদের এই আন্দোলনে যোগদান করছে বলে, তাদের পিতা-মাতারাও আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়েছে। আমরা কিন্তু কারও সঙ্গেই শত্রুতা করতে চাই না, কিন্তু এই পন্থাটিই এমন যে, অভক্তেরা আমাদের

প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ভক্তকে সহিষ্ণু এবং দয়ালু হতে হয়। মূর্খদের দ্বারা অভিযুক্ত হওয়ার জন্য প্রচারকার্যে রত ভক্তদের প্রস্তুত থাকতে হয়, এবং তবুও অধঃপতিত বদ্ধ জীবদের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ হতে হয়। কেউ যদি নারদ মুনির পরম্পরায় সেই কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন, তা হলে তাঁর সেই সেবা নিশ্চয়ই স্বীকৃতি লাভ করবে। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৮-৬৯) ভগবান সে সম্বন্ধে বলেছেন—

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি ।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥

"যিনি আমার ভক্তদের এই পরম গোপনীয় জ্ঞান উপদেশ করেন, তিনি অবশ্যই পরা ভক্তি লাভ করবেন এবং অবশেষে আমার কাছে ফিরে আসবেন। এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে তাঁর থেকে অধিক প্রিয়কারী এবং আমার প্রিয় আর কেউ নেই এবং কখনও হবে না।" শত্রুর ভয়ে ভীত না হয়ে আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচার করে যেতে হবে। আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, এই প্রচারের মাধ্যমে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা, যা ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপে স্বীকৃতি লাভ করবে। তথাকথিত শত্রুদের ভয়ে ভীত না হয়ে আমাদের নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করে যেতে হবে।

এই শ্লোকে *সৌহৃদঘ্নম্* ('বন্ধুত্ব ভঙ্গকারী') শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু নারদ মুনি এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সদস্যেরা বন্ধুত্ব ও পারিবারিক সম্পর্ক ভঙ্গ করে দেন, তাই তাঁদের *সৌহৃদঘ্নম্* বলে কখনও কখনও অভিযোগ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই ভক্তেরা হচ্ছেন প্রতিটি জীবের বন্ধু (*সুহৃদং সর্বভূতানাম্*), কিন্তু তাঁদের শত্রু বলে ভুল করা হয়। প্রচারকার্য কঠিন, কৃতজ্ঞতা-বিহীন, কিন্তু প্রচারককে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের ভয়ে ভীত না হয়ে ভগবানের আদেশ পালন করে যেতে হবে।

শ্লোক ৪০

নেত্থং পুংসাং বিরাগঃ স্যাৎ ত্বয়া কেবলিনা মৃষা ।
মন্যসে যদ্যুপশমং স্নেহপাশনিকৃন্তনম্ ॥ ৪০ ॥

ন—না; **ইত্থম্**—এইভাবে; **পুংসাম্**—পুরুষের; **বিরাগঃ**—বৈরাগ্য; **স্যাৎ**—সম্ভব; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **কেবলিনা মৃষা**—ভ্রান্ত জ্ঞান সমন্বিত; **মন্যসে**—আপনি মনে করেন; **যদি**—যদি; **উপশম্**—জড় সুখ উপভোগ ত্যাগ; **স্নেহ-পাশ**—স্নেহের বন্ধন; **নিকৃন্তনম্**—ছিন্ন করে।

অনুবাদ

প্রজাপতি দক্ষ বললেন—আপনি যদি মনে করেন যে, কেবল বৈরাগ্য সাধনের দ্বারা আপনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন, তা হলে আমি বলব যে, পূর্ণ জ্ঞানের উদয় না হলে কেবল আপনার মতো বেশ পরিবর্তনের দ্বারা কখনও বৈরাগ্য উৎপন্ন হতে পারে না।

তাৎপর্য

কেবল বেশ পরিবর্তনের দ্বারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না, প্রজাপতি দক্ষের এই উক্তিটি যথার্থই সত্য। কলিযুগের যে সমস্ত সন্ন্যাসীরা তাদের বেশ পরিবর্তন করে গৈরিক বসন পরিধান করে, অথচ মনে করে যে, তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, আসলে তারা বিষয়াসক্ত গৃহস্থদের থেকেও ঘৃণ্য। এই প্রকার আচরণ কোথাও অনুমোদিত হয়নি। সেই ত্রুটি দক্ষ যে উল্লেখ করেছেন তা ঠিকই, কিন্তু তিনি জানতেন না যে, হর্যশ্ব এবং সবলাশ্বদের চিত্তে নারদ মুনি যে বৈরাগ্য জাগরিত করেছিলেন তা ছিল পূর্ণ জ্ঞান সমন্বিত। এই প্রকার জ্ঞানভিত্তিক বৈরাগ্য বাঞ্ছনীয়। পূর্ণ জ্ঞান সহকারে সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করা উচিত (*জ্ঞান-বৈরাগ্য*), কারণ যিনি এই জড় জগতের প্রতি বিরক্ত, তাঁর পক্ষেই সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব। এই উন্নত স্থিতি অত্যন্ত সহজেই লাভ করা যায়, যা সমর্থন করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৭) বলা হয়েছে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

"ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে, অচিরেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আসে।" কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তা হলে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য আপনা থেকেই তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হবে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। নারদ মুনির বিরুদ্ধে প্রজাপতি দক্ষের অভিযোগ ছিল যে, তিনি তাঁর পুত্রদের জ্ঞানের স্তরে উন্নীত করেননি, কিন্তু তা সত্য নয়। প্রজাপতি দক্ষের পুত্রদের প্রথমে জ্ঞানের স্তরে উন্নীত

করা হয়েছিল এবং তারপর আপনা থেকেই তাঁরা এই জগতের আসক্তি পরিত্যাগ করেছিলেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, জ্ঞানের উদয় না হলে বৈরাগ্য আসতে পারে না, কারণ উন্নত জ্ঞান বিনা জড় সুখভোগের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা যায় না।

শ্লোক ৪১

নানুভূয় ন জানাতি পুমান্ বিষয়তীক্ষ্ণতাম্ ।
নির্বিদ্যতে স্বয়ং তস্মান্ন তথা ভিন্নধীঃ পরৈঃ ॥ ৪১ ॥

ন—না; **অনুভূয়**—অনুভব করে; **ন**—না; **জানাতি**—জানে; **পুমান্**—পুরুষ; **বিষয়-তীক্ষ্ণতাম্**—জড় সুখভোগের তীক্ষ্ণতা; **নির্বিদ্যতে**—উদাসীন হয়; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **তস্মাৎ**—তা থেকে; **ন তথা**—তেমন নয়; **ভিন্নধীঃ**—যার বুদ্ধি পরিবর্তিত হয়েছে; **পরৈঃ**—অন্যদের দ্বারা।

অনুবাদ

জড় সুখভোগই যে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ, তা বিষয়ভোগ না করে জানা যায় না। নিজে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ না করলে ভোগবাসনা ত্যাগ করা যায় না। সুতরাং বিষয়ভোগ করতে করতে যখন বোঝা যায় এই জড় জগৎ কত দুঃখময়, তখন অন্যদের সাহায্য ব্যতীতই জড় সুখভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায়। যাদের মন অন্যদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, তাদের বৈরাগ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যক্তিদের মতো হতে পারে না।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, স্ত্রী গর্ভবতী না হলে, সে সন্তান উৎপাদনের কষ্ট বুঝতে পারে না। *বন্ধ্যা কি বুঝিবে প্রসব বেদনা* । প্রজাপতি দক্ষের দর্শন অনুসারে প্রথমে গর্ভবতী হয়ে, তারপর সন্তান প্রসবের বেদনা উপলব্ধি করতে হয়। তা হলে সেই রমণী যদি বুদ্ধিমতী হন, তিনি আর গর্ভবতী হতে চাইবেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। মৈথুনসুখ উপভোগের বাসনা এতই প্রবল যে, স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে প্রসব বেদনা অনুভব করা সত্ত্বেও পুনরায় গর্ভবতী হয়। দক্ষের দর্শন অনুসারে, মানুষের কর্তব্য জড় সুখভোগে লিপ্ত হওয়া, যাতে সেই দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করার পর আপনা থেকেই বৈরাগ্যের উদয় হবে। কিন্তু মায়া এমনই প্রবল যে, মানুষ প্রতি পদে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করা সত্ত্বেও সুখভোগের প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয় না (*তৃপ্যন্তি*

নেহ কৃপণা বহু-দুঃখভাজঃ)। নারদ মুনি অথবা তাঁর শিষ্য পরম্পরায় তাঁর সেবকের মতো ভক্তের সঙ্গ লাভ না হলে, সুপ্ত বৈরাগ্যের ভাবনা জাগরিত হয় না। এমন নয় যে, জড় সুখভোগে যেহেতু বহু দুঃখ-দুর্দশা দেখা দেয়, তাই আপনা থেকেই বৈরাগ্য আসবে। এই বৈরাগ্য লাভের জন্য নারদ মুনির মতো ভক্তের আশীর্বাদের প্রয়োজন। তখন জড় আসক্তি অনায়াসে ত্যাগ করা যায়। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরা অভ্যাসের দ্বারা জড় সুখভোগের বাসনা ত্যাগ করেনি, তা তারা করেছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর সেবকদের কৃপার প্রভাবে।

শ্লোক ৪২

যন্নস্ত্বং কর্মসন্ধানাং সাধূনাং গৃহমেধিনাম্ ।
কৃতবানসি দুর্মর্ষং বিপ্রিয়ং তব মর্ষিতম্ ॥ ৪২ ॥

যৎ—যা; **নঃ**—আমাদের; **ত্বম্**—আপনি; **কর্ম-সন্ধানাম্**—বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যে ব্যক্তি নিষ্ঠা সহকারে সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করে; **সাধূনাম্**—যাঁরা সৎ (কারণ আমরা সৎভাবে সামাজিক উন্নতি সাধন এবং দৈহিক সুখভোগের প্রয়াস করি); **গৃহমেধিনাম্**—যদিও স্ত্রী-পুত্র সহ গৃহে অবস্থিত; **কৃতবান্ অসি**—সৃষ্টি করা হয়েছে; **দুর্মর্ষম্**—অসহ্য; **বিপ্রিয়ম্**—ভুল; **তব**—আপনার; **মর্ষিতম্**—ক্ষমা করা হয়েছে।

অনুবাদ

আমি যদিও স্ত্রী-পুত্র সহ গৃহস্থ আশ্রমে বাস করি, তবুও আমি সৎভাবে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে পাপহীন জীবনের আনন্দ উপভোগ করি। আমি দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ আদি সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছি। যেহেতু এই সমস্ত যজ্ঞগুলিকে বলা হয় ব্রত, তাই আমি গৃহব্রত নামে পরিচিত। দুর্ভাগ্যবশত, আপনি অকারণে আমার পুত্রদের সন্ন্যাসমার্গে পরিচালিত করে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই আপনি আমাকে অশেষ দুঃখ দিয়েছেন। যা কেবল একবার মাত্র সহ্য করা যায়।

তাৎপর্য

প্রজাপতি দক্ষ প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, নারদ মুনি যখন তাঁর দশ হাজার অনভিজ্ঞ পুত্রদের অকারণে সন্ন্যাসমার্গে পরিচালিত করেছিলেন, তখন তাঁকে কিছু না বলে তিনি অসীম সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছিলেন। কখনও কখনও গৃহস্থদের

গৃহমেধি বলা হয়, কারণ গৃহমেধিরা কোন রকম পারমার্থিক উন্নতি সাধন না করেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু গৃহস্থরা গৃহমেধিদের থেকে ভিন্ন, কারণ গৃহস্থরা স্ত্রী-পুত্র সহ গৃহে বাস করলেও তারা পারমার্থিক উন্নতি সাধনে অত্যন্ত আগ্রহী। তিনি যে কত উদার, নারদ মুনির কাছে সেই কথা প্রমাণ করার জন্য প্রজাপতি দক্ষ জোর দিয়ে বলেছেন যে, নারদ মুনি যখন তাঁর পুত্রদের প্রথম দলটিকে বিপথগামী করেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে কিছুই বলেননি। তিনি তাঁর প্রতি উদার এবং সহিষ্ণু ছিলেন। কিন্তু নারদ মুনি যখন তাঁর পুত্রদের দ্বিতীয়বার বিপথে পরিচালিত করেন, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন। এইভাবে তিনি নারদ মুনির কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, তিনি যদিও সাধুর বেশ ধারণ করেছেন, তবুও তিনি প্রকৃত সাধু নন; কিন্তু তিনি নিজে গৃহস্থ হলেও নারদ মুনির থেকে বড় সাধু।

শ্লোক ৪৩

তন্তুকৃন্তন যন্নস্ত্বমভদ্রমচরঃ পুনঃ ।
তস্মাল্লোকেষু তে মূঢ় ন ভবেদ্ভ্রমতঃ পদম্ ॥ ৪৩ ॥

তন্তু-কৃন্তন—হে অমঙ্গলকারক, নিষ্ঠুরতাপূর্বক আপনি আমার পুত্রদের আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন; **যৎ**—যা; **নঃ**—আমাদের; **ত্বম্**—আপনি; **অভদ্রম্**—অশুভ; **অচরঃ**—করেছেন; **পুনঃ**—পুনরায়; **তস্মাৎ**—অতএব; **লোকেষু**—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোকে; **তে**—আপনার; **মূঢ়**—হে মূঢ়; **ন**—না; **ভবেৎ**—হবে; **ভ্রমতঃ**—ভ্রমণ; **পদম্**—স্থান।

অনুবাদ

আপনি একবার আমার পুত্রদের আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন, এবং এখন আপনি আবার সেই অশুভ কার্য করেছেন। তাই আপনি মূঢ় এবং অন্যদের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হয় তা জানেন না। তাই আমি আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছি যে, আপনাকে সারা ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করতে হবে এবং আপনি কোথাও স্থান পাবেন না।

তাৎপর্য

প্রজাপতি দক্ষ নিজে যেহেতু একজন গৃহমেধি, তাই তিনি মনে করেছিলেন যে, নারদ মুনির যদি থাকার স্থান না থাকে এবং তাঁকে যদি সারা বিশ্বে ভ্রমণ করতে

হয়, তা হলে সেটি তাঁর পক্ষে একটি মস্ত বড় দণ্ড হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের অভিশাপ প্রচারকের কাছে একটি মস্ত বড় আশীর্বাদ। ধর্ম-প্রচারককে পরিব্রাজকাচার্য বলা হয়, অর্থাৎ তিনি এমন একজন আচার্য, যিনি মানব-সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য সর্বদা ভ্রমণ করেন। প্রজাপতি দক্ষ নারদ মুনিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, যদিও তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারেন, তবুও তিনি কোন এক স্থানে থাকতে পারবেন না। নারদ মুনির পরম্পরায় আমিও সেইভাবে অভিশপ্ত হয়েছি। যদিও পৃথিবীর সর্বত্র আমাদের কেন্দ্র রয়েছে এবং সেখানে থাকার খুব সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে, তবুও আমি কোথাও থাকতে পারি না। কারণ আমার অল্পবয়সী শিষ্যদের পিতা-মাতারা আমাকে অভিশাপ দিয়েছেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করার সময় থেকে আমাকে বছরে দু-তিনবার পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করতে হয়, এবং যদিও যেখানে আমি যাই, সেখানেই আমার থাকার অত্যন্ত সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে, তবুও আমি কোথাও কয়েক দিনের বেশি থাকতে পারি না। আমার শিষ্যদের পিতা-মাতাদের দেওয়া এই অভিশাপে আমি কিছু মনে করি না, কিন্তু এখন আর একটি কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমার একস্থানে থাকার প্রয়োজন হয়েছে—সেই কাজটি হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* অনুবাদ। আমার যুবক শিষ্যেরা, বিশেষ করে যারা সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে, তারা যদি পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করার দায়িত্বভার গ্রহণ করে, তা হলে আমি আমার শিষ্যদের পিতা-মাতাদের দেওয়া সেই অভিশাপ সেই সমস্ত যুবক প্রচারকদের উপর স্থানান্তরিত করতে পারি। তা হলে আমি একস্থানে স্বচ্ছন্দে বসে আমার অনুবাদের কাজ করতে পারি।

শ্লোক ৪৪

শ্রীশুক উবাচ

প্রতিজগ্রাহ তদ্ বাঢ়ং নারদঃ সাধুসম্মতঃ ।
এতাবান্ সাধুবাদো হি তিতিক্ষেতেশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **প্রতিজগ্রাহ**—গ্রহণ করেছিলেন; **তৎ**—তা; **বাঢ়ম্**—তাই হোক; **নারদঃ**—নারদ মুনি; **সাধু-সম্মতঃ**—যিনি সর্বমান্য সাধু; **এতাবান্**—অতখানি; **সাধুবাদঃ**—সাধুর উপযুক্ত; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তিতিক্ষেত**—তিনি সহ্য করতে পারেন; **ঈশ্বরঃ**—প্রজাপতি দক্ষকে অভিশাপ দিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, নারদ মুনি যেহেতু একজন সর্বসম্মত সাধু, তাই প্রজাপতি দক্ষ যখন তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, তদ্ বাঢ়ম্—"হ্যাঁ, আপনি ভাল কথাই বলেছেন। আমি এই অভিশাপ গ্রহণ করছি।" নারদ মুনিও দক্ষকে প্রতিশাপ দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে তাঁর অভিশাপ সহ্য করেছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন একজন সহিষ্ণু এবং উদার সাধু।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৫/২১) বলা হয়েছে—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্ ।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥

"সাধুর লক্ষণ হচ্ছে তিনি সহনশীল, দয়ালু এবং সমস্ত জীবের সুহৃৎ। তাঁর কোন শত্রু নেই, তিনি শান্ত, তিনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন এবং তিনি সমস্ত সদ্গুণের দ্বারা বিভূষিত।" যেহেতু নারদ মুনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ সাধু, তাই তিনি প্রজাপতি দক্ষকে উদ্ধার করার জন্য নীরবে তাঁর সেই অভিশাপ অঙ্গীকার করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সমস্ত ভক্তদের সেই শিক্ষা দিয়েছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

"তৃণ থেকে দীনতর হয়ে এবং তরুর থেকেও সহিষ্ণু হয়ে, নিজের জন্য কোন রকম সম্মানের প্রত্যাশা না করে এবং অন্যদের সমস্ত সম্মান প্রদর্শন করে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা উচিত। এই প্রকার মনোভাব সহকারেই কেবল ভগবানের পবিত্র নাম নিরন্তর কীর্তন করা যায়।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে যিনি সারা পৃথিবী জুড়ে অথবা সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভগবানের মহিমা প্রচার করেন, তাঁকে তৃণ থেকে দীনতর এবং তরুর থেকেও সহিষ্ণু হতে হয়, কারণ ভগবানের বাণীর প্রচারকের জীবন সুখের জীবন নয়। প্রকৃতপক্ষে, ভগবানের বাণীর প্রচারককে বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। তাঁকে কেবল অভিশপ্তই হতে হয় না, কখনও কখনও শারীরিক আঘাতও সহ্য করতে হয়। যেমন, নিত্যানন্দ প্রভু যখন দুই মহাপাতকী জগাই আর মাধাইয়ের কাছে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করতে গিয়েছিলেন, তখন তারা তাঁকে আঘাত করেছিল এবং তাঁর মাথা থেকে রক্ত ঝরে পড়েছিল, কিন্তু

তা সত্ত্বেও তিনি তাদের সেই সমস্ত অপরাধ সহ্য করে তাদের উদ্ধার করেছিলেন এবং তাঁরা শুদ্ধ বৈষ্ণবে পরিণত হয়েছিলেন। এটিই হচ্ছে প্রচারকের কর্তব্য। যিশুখ্রিস্টকে ক্রুশ বিদ্ধ হতে হয়েছিল। তাই নারদ মুনিকে যে শাপ দেওয়া হয়েছিল, সেটি খুব একটি আশ্চর্যের বিষয় নয় এবং তিনি তা সহ্য করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, নারদ মুনি কেন প্রজাপতি দক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর এই সমস্ত অভিযোগ ও অভিশাপ সহ্য করেছিলেন। তা কি দক্ষের উদ্ধারের জন্য? তার উত্তর হচ্ছে, "হ্যাঁ।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক এইভাবে অপমানিত হয়ে নারদ মুনির তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি দক্ষের সেই সমস্ত কটুবাক্য শ্রবণ করার জন্য সেখানে অবস্থান করেছিলেন, যাতে দক্ষের ক্রোধ প্রশমিত হয়। প্রজাপতি দক্ষ কোন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না; তিনি বহু পুণ্যকর্মের ফল সঞ্চয় করেছিলেন। তাই নারদ মুনি জানতেন যে, অভিশাপ দেওয়ার পর দক্ষের ক্রোধ শান্ত হবে এবং তিনি তাঁর দুর্ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হবেন। তার ফলে তিনি বৈষ্ণব হবার সুযোগ পাবেন এবং তাঁর উদ্ধার হবে। জগাই এবং মাধাই যখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে অপরাধ করেছিলেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু তা সহ্য করেছিলেন। তার ফলে সেই দুই ভাই তখন তাঁর চরণ-কমলে পতিত হয়ে অনুতাপ করেছিলেন এবং পরে তাঁরা শুদ্ধ বৈষ্ণব হয়েছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'নারদ মুনির প্রতি প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপ' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।